সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির মুখপত্র ● ১ম বর্ষ ১১ সংখ্যা ● আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০১৪ ● পাঁচ টাকা

তোবা গার্মেন্ট শ্রমিকদের সাহসী লড়াইয়ের পথে এগিয়ে আসুন

● সাম্যবাদ প্রতিবেদক ●

অবশেষে তোবা গ্রুপের তোবা ফ্যাশন, বুকশান গার্মেন্টস, তাইফ ফ্যাশন, তোবা টেক্সটাইল ও মিতা ডিজাইনের ঈদের দিনসহ এগারো দিন ধরে অনশনকারী শ্রমিকরা লাঠিচার্জ-পিপার স্প্রে-টিয়ারশেল (ট্রেডইউনিয়ন এবং বাম নেতাদের ওপর পুলিশি আক্রমণ-গ্রেফতারের ঘটনাও ঘটেছে) অশ্লীল অশ্রাব্য গালিগালাজসহ ১৪৯৫ জন শ্রমিক বেতন পেল।

এই পরিস্থিতিকেই দেশের সরকার ও তার মন্ত্রী পরিষদ শ্রমিক-বান্ধব পরিবেশ ঘোষণা করে ইউরোপ ও আমেরিকার কাছে গার্মেন্ট সেক্টরে জিএসপি সুবিধা দাবি করে আসছে।

এবার দেখা যাক শ্রমিকরা কি করেছিল। শ্রমিকরা বকেয়া বেতন-ভাতা দাবি করেছিল। গত চার মাস ধরে তাদের বেতন দেয়া হচ্ছে না। বোনাস এবং ওভারটাইম দেয়া হচ্ছে না। এ শ্রমিকরা গত দুই মাসে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলার আর্জেন্টিনা-ব্রাজিলের জার্সি তৈরি করেই মালিকের জন্য ষোল কোটি টাকা আয় করেছে। অথচ কারখানার সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি সাড়ে চার কোটি টাকার বেশি নয়। ফলে যথাসময়ে শ্রমিকদের মজুরি পরিশোধে মালিক পক্ষের বাস্তবতার দোহাই কুযুক্তির অবতারণা, নিছক ছল-চাতুরী ছাড়া আর কিছু নয়। এটা শুধু বিশেষ কারখানার বিশেষ মালিকের বেলায় ঘটছে কি? সুযোগ পেলে শ্রমিকের পাওনা টাকা মেরে দিতে কোনো মালিকই কসুর করে না। এক্ষেত্রে প্রচলিত আইন-কানুন বিধি-বিধানের তারা ধার ধারে না। আইনের রক্ষাকর্তা সেজে যারা বসে আছেন সরকারের সমস্ত নীতিশাস্ত্রের গুরুঠাকুরেরা মালিকের পিছু পিছুই চলেন।

আমাদের খেয়াল করতে হবে, শ্রমিকের পাওনা পরিশোধে প্রতারণা-গড়িমসি শুধু একটা মালিকের বিষয় নয়। এবারের ঈদেও কালিয়াকৈরের বাড়ইপাড়াতে শ্রমিক বেতন পায়নি, চন্দ্রাতে বেতন পায়নি, জয়দেবপুরের বাসন সড়কের এক কারখানায় পুরনো মেশিন বিক্রি করে বেতন দিতে মালিককে বাধ্য করা হয়েছে। এই কারখানাতেও কথিত যে, তাজরিন ফ্যাশনের ইনস্যুরেন্সের টাকা তুলে মালিক আত্মসাৎ করেছে। একজন মানুষকে হত্যা করলে আইনে তার মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য হয়, অথচ এই দেলোয়ারই ১১১ জন শ্রমিককে তাজরিনে পুড়িয়ে মারার পর বহাল তবিয়তে ঘুরছিল। এবং সে সময় দু'জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের হাইকোর্টে মামলা করার প্রেক্ষিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল বটে কিন্তু অল্প দিনেই বের হয়ে সরকারের দুই শীর্ষ মন্ত্রীর সঙ্গে দেশের সেরা হোটেলে বসে মিটিং করেছে। এটাকে কি আইনের শাসন বলা যাবে? আর এবার তোবা শ্রমিকদের জিম্মি করে তাকে জেল থেকে বের করে নিয়ে আসা হল।

বিজিএমইএর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এস এম মান্নান কচি ঈদের এক পক্ষ কাল *(পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সাম্রাজ্যবাদী শিবির ও বশংবদ আরব শাসকদের মদত

অবরুদ্ধ গাজায় আবারো ইজরাইলের নির্বিচার গণহত্যা

প্যালেস্টাইনের গাজা ভূখণ্ডে ইসরাইলী সেনাবাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র সারা দুনিয়ার ন্যূনতম মানবিক বোধসম্পন্ন মানুষকে প্রচণ্ডভাবে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করেছে। মাসাধিককালের এই হামলায় মারা গেছে দুই সহস্রাধিক গাজাবাসী, জাতিসংঘের হিসাবেই যার ৮০% নিরীহ বেসামরিক জনসাধারণ এবং ৪৫০-এর বেশি নিরপরাধ শিশু। আহত হয়েছে অন্তত ১০ হাজার, ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে ৬৫ হাজারের বেশি। ইসরাইল দাবি করেছে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে 'আত্মরক্ষামূলক হামলা' করা হয়েছে এবং এর লক্ষ্য তাদের ভাষায় ফিলিস্তিনের সন্ত্রাসী সংগঠন (ফিলিস্তিনীদের দৃষ্টিতে প্রতিরোধ যোদ্ধা) হামাস-এর রকেট ও সুড়ঙ্গ 'সন্ত্রাস' বন্ধ করা। কিন্তু বাস্তবে বিশ্ববাসী দেখেছে ইসরাইল হামলা চালিয়েছে আবাসিক ভবন, স্কুল, হাসপাতাল, জাতিসংঘের আশ্রয়কেন্দ্র, জনবহুল বাজার এলাকা, সমুদ্রতট, প্রতিবন্ধী শিক্ষাকেন্দ্র, মসজিদ, কল-কারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, পানি সরবরাহ স্থাপনা ইত্যাদি সবখানেই। ইসরাইল ফিলিস্তিনীদের দেশ দখল করেছে, লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তনীদের তাদের ভিটে-মাটি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ইসরাইলী শাসকরা চায় ফিলিস্তিনীরা নীরবে দখলদারিত্ব মেনে নিক, তা না করে *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যা বন্ধের দাবিতে ১২ জুলাই ঢাকায় বাসদের বিক্ষোভ

স্মরণ

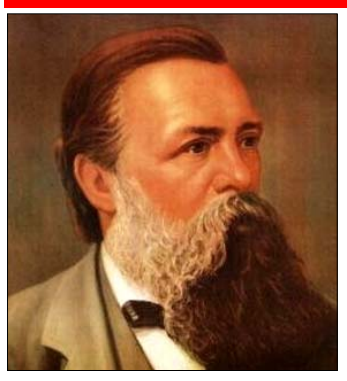

গত ৫ আগস্ট ছিল সর্বহারার মহান নেতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস (২৮ নভেম্বর ১৮২০ - ৫ আগস্ট ১৮৯৫) এবং কমরেড শিবদাস ঘোষ (৫ আগস্ট ১৯২৩ - ৫ আগস্ট ১৯৭৬)-এর মৃত্যুবার্ষিকী।

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

"শ্রেণী-সংগ্রামই ইতিহাসের আশু চালিকাশক্তি এবং বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যকার শ্রেণী-সংগ্রাম আধুনিক সমাজবিপ্লবের বিশাল চালক-দণ্ডস্বরূপ। অতএব যারা আন্দোলন থেকে এ শ্রেণী-সংগ্রামকে বর্জন করতে চান তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। ... শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসাধন হওয়া চাই শ্রমিকশ্রেণীর নিজের কাজ। অতএব, যারা খোলাখুলিই বলেন, নিজেদের মুক্ত করার *(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

শিবদাস ঘোষ

"সাম্যবাদী হতে হলে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গী, ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ এগুলো সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হবে। বুর্জোয়া মানবতাবাদীদের সঙ্গে এই জায়গায় সাম্যবাদী চিন্তাধারার মূল পার্থক্য। যথার্থ সাম্যবাদী সেই হতে পারে যার মানবতাবোধ ব্যক্তিস্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত – খাদ হয়ে মিশে নেই, যে নির্দ্বিধায় ব্যক্তিস্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে শিখেছে, যে হাসি-মুখে সেসব জলাঞ্জলি দিতে *(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণের অসৎ উদ্দেশ্যে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল–বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ১৯ আগস্ট এক বিবৃতিতে উচ্চ আদালতের বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে ফিরিয়ে দেয়ার বিধান সম্বলিত সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী প্রস্তাব মন্ত্রীসভায় অনুমোদনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারবিভাগের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বাড়বে, সরকারী দল তথা প্রধানমন্ত্রীর হাতে আরো বেশি ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটবে, চলমান ফ্যাসিবাদী শাসন আরো তীব্রতা পাবে। গণতান্ত্রিক দেশে এরকম একটা আইন থাকতেও পারতো, যদি পার্লামেন্ট প্রকৃত অর্থেই জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটাতো। কিন্তু আজ কোনো পুঁজিবাদী দেশেই পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় তা সম্ভব নয়। আর এখানে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা তুলে দেয়া হচ্ছে এমন এক সংসদের হাতে যা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয়। একতরফা, নামকাওয়াস্তে নির্বাচনের মাধ্যমে গায়ের জোরে সে ক্ষমতায় এসেছে। এই সংসদে সত্যিকার অর্থে কোনো বিরোধী দল নেই, সরকারি দলেরই একাধিপত্য চলছে। এখন এই অবৈধ সংসদ তার সুবিধার জন্য এই আইন করতে যাচ্ছে। এর ফলে সরকার চাইলেই সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাজে লাগিয়ে অপছন্দের যেকোনো বিচারপতিকে অপসারণ করতে পারবে।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থায় আইনবিভাগ পুরোপুরি নিরপেক্ষ থেকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে – এটা এ যুগে সম্ভব নয়। তারপরও এ ব্যবস্থার মধ্যেই স্বাধীনচেতা কোনো বিচারকের নিজের বিবেক ও বিচার-বুদ্ধি অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তার যতটুকু সুরক্ষা ছিল, এই আইনের মাধ্যমে সে পথও রুদ্ধ করে দেয়া হলো। 'স্বাধীন বিচারব্যবস্থা' শব্দের অর্থেও টিকে থাকার আর কোনো উপায় নেই। তিনি সকল গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

অবরুদ্ধ গাজায় নির্বিচার গণহত্যা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) কেন তারা প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাচ্ছে – এই 'অপরাধে' গাজার জনসাধারণকে শাস্তি দিতেই এই হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে। ইসরাইল চায় ফিলিস্তিনীরা যাতে এই এলাকা ছেড়ে চলে যায় অথবা থাকলেও তাদের দুর্দশার জন্য হামাসকে যাতে তারা দায়ী করে। কিন্তু অনেক ক্ষয়-ক্ষতির পরেও গাজার মানুষের অনমনীয় দৃঢ়তার কারণে ইসরাইলী পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে চলেছে। প্রশ্ন হলো, 'জোর যার মুল্-ুক তার' – এই জঙ্গলের আইনের মত ইসরাইলের এত বড় অন্যায় কি বারে বারে চলতেই থাকবে?

গাজার ওপর এই হামলা নতুন নয়। ২০০৮ ও ২০১২ সালে গাজায় একইধরণের হামলা চালানো হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ২০০৬ সাল থেকেই ইসরাইল মিশরের সহযোগিতায় গাজা ভূ-খণ্ডের ওপর কঠোর অবরোধ আরোপ করে রেখেছে। গাজার দুদিকে ইসরাইল, একদিকে মিশর, অন্যদিকে ভূমধ্যসাগর যা ইসরাইলী নৌ-বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। ইসরাইলী অবরোধ এবং মিশরও সীমান্ত বন্ধ করে রাখায় গাজায় ঢোকা-বের হওয়া অসম্ভব, আমদানি-রপ্তানি প্রায় বন্ধ, সমুদ্রতীর থেকে ৩ কিলোমিটারের বেশি যাওয়ার অনুমতি নেই। ৩৬৩ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই ছোট্ট জায়গায় ১৮ লক্ষের বেশি ফিলিস্তিনী গাদাগাদি করে থাকে, এদের বেশিরভাগই ১৯৪৮ সালে ইসরাইল প্রতিষ্ঠার সময় উচ্ছেদ হওয়া উদ্বাস্তু। গাজায় আবাদি জমি খুব অল্প, সম্পদও সীমিত। ইসরাইলে ও মিশরে কাজ করতে যেতে না পারায় বেকারত্ব তীব্র। এমনকি ইসরাইল গাজার জনগণের জন্য ত্রাণবাহী জাহাজ ও ট্রাকও ঢুকতে দিচ্ছে না। বাস্তবে গাজা এখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ কারাগারে পরিণত হয়েছে। এইভাবে অর্থনৈতিক চাপ ও দফায় দফায় হামলার পরেও হামাস ও গাজার জনগণের প্রতিরোধস্পৃহাকে নির্মূল করতে না পারায় আবারো হামলা চালানো হলো। এইবারের হামলা আগের চাইতে অনেক রক্তক্ষয়ী ও বিধ্বংসী। একইসাথে লক্ষ্যণীয় যে, ইসরাইলী সৈন্য নিহতের পরিমাণও আগেরবারের হামলার চাইতে কয়েকগুণ বেশি। ইসরাইলের গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে এবং নিজেদের পক্ষে অতিরিক্ত হতাহতের ঘটনায় উদ্বিগ্ন হয়ে ইসরাইল গাজা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে যুদ্ধবিরতি আলোচনা চালাচ্ছে। যদিও তাদের পূর্ব ঘোষণা ছিল হামাস নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে।

গাজায় নৃশংস গণহত্যায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করে নিজেদের কপটতার স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শিবির, আরব দেশগুলোর দালাল শাসকবর্গ, জাতিসংঘ ও 'মুক্ত দুনিয়া'র তথাকথিত স্বাধীন কর্পোরেট সংবাদমাধ্যমগুলো। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা সম্প্রতি ইরাকের পার্বত্য এলাকায় অবরুদ্ধ কয়েক হাজার ইয়াজিদী সম্প্রদায়ের মানুষকে কথিত গণহত্যার হাত থেকে রক্ষার অজুহাতে সেখানে জঙ্গিদের ওপর বিমান হামলা চালিয়েছে। এর আগে বেসামরিক জনগণকে রক্ষার কথা বলে লিবিয়া দখল ও সিরিয়ায় হামলার উদ্যোগ নেয়া হয়। অথচ গাজায় বেসামরিক জনগণকে রক্ষায় পদক্ষেপ নেয়া দূরের কথা, বরং 'ইসরাইলের আত্মরক্ষার অধিকারের' প্রতি বারবার সমর্থন দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ইসরাইলে সংরক্ষিত গোপন মার্কিন অস্ত্রভাণ্ডার থেকে গোলা-বারুদ সরবরাহ করা হয়েছে হামলা চলাকালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের জোরেই ইসরাইল আন্তর্জাতিক সকল আইন ও বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করে যুদ্ধাপরাধ ও দখলদারিত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে ফিলিস্তিনী শিশুদের রক্তে মার্কিন শাসকদেরও হাত রঞ্জিত, নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই কেবল তারা 'মানবাধিকার রক্ষা'র ধুয়ো তোলে। প্যালেস্টাইনীদের রক্ষায় জাতিসংঘ কোন কার্যকর উদ্যোগ নিতে পারেনি, মহাসচিব কড়া ভাষায় ইসরাইলের আগ্রাসনের নিন্দা করতেও ব্যর্থ হয়েছেন, বরং তিনি ইসরাইলের আত্মরক্ষার যুক্তি মেনে নিয়ে সুকৌশলে আক্রমণকারী ও আক্রান্ত উভয়পক্ষকে একাকার করে উপস্থাপন করেছেন। গাজায় আগ্রাসনের প্রতিবাদে ভেনেজুয়েলা, চিলি, ইকুয়েডর, নিকারাগুয়া প্রভৃতি ল্যাটিন আমেরিকান দেশ ইসরাইলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। অথচ, আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মিশরে ক্ষমতাদখলকারী সেনাপ্রধান জেনারেল সিসি-র সরকার সীমান্ত বন্ধ করে রেখে এবং পণ্য আনা-নেওয়ার জন্য প্যালেস্টাইনীদের খোড়া সুড়ঙ্গ ধ্বংস করে ইসরাইলকে সহযোগিতা করে চলেছেন। সৌদি আরব, কুয়েত, আরব আমিরাত, জর্দান এরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি হামাসের ধ্বংস কামনা করে। এসব দেশের প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্র মধ্যপ্রাচ্যের যেকোনো দেশে জনগণের সংগ্রামী শক্তির উত্থানকে নিজেদের মসনদের জন্য হুমকি মনে করে। অন্যদিকে, সিএনএন-বিবিসিসহ কর্পোরেট সংবাদমাধ্যমগুলোর বিরুদ্ধে ব্রিটেন-আমেরিকায় মানুষ বিক্ষোভ করেছে। এসব মিডিয়া ইসরাইলের সুরে সুর মিলিয়ে ফিলিস্তিনীদের মরিয়া প্রতিরোধ সংগ্রামকে সন্ত্রাস হিসেবে চিহ্নিত করে এবং প্যালেস্টাইনীদের মানবিক বিপর্যয় যথাসম্ভব আড়াল করে বা লঘু করে দেখায়। এদের অবিশ্রাম পক্ষপাতদুষ্ট প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, হামাস রকেট ছোঁড়ার কারণেই ইসরাইল হামলা চালাতে বাধ্য হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, হামাসের রকেট হামলায় কয়জন ইসরাইলী মরেছে, আর ইসরায়েলের হামলায় কত ফিলিস্তিনী শিশু-নারী নিহত হয়েছে? একটি পুরো জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করে তাদের ভিটেমাটি দখল করার পর আক্রান্তরা যদি আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করে তা কি অন্যায়? যারা ইসরায়েলের দখলদারিত্ব, উপনিবেশিকীকরণ, অবরোধ, নির্যাতনের অবসান দাবি না করে ফিলিস্তিনীদের সশস্ত্র প্রতিরোধের নিন্দা জানায় তারা সাম্রাজ্যবাদের সুবিধাভোগী ও চূড়ান্ত নীতিহীন।

ইসরাইল ও তাদের মুরুব্বী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা গণতন্ত্রের কথা বলে মুখে ফেনা তোলে। অথচ হামাস ফিলিস্তিনীদের নির্বাচিত প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও বলপ্রয়োগে তাকে উচ্ছেদের চেষ্টা করছে। পশ্চিম তীর ও গাজাকে যুক্ত করে ফিলিস্তিনীদের স্বশাসিত সংস্থা 'প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষ'-এর নির্বাচনে ২০০৬ সালে হামাস বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়। ইয়াসির আরাফাত ছিলেন ফিলিস্তিনীদের অবিসংবাদিত নেতা, তাঁর নেতৃত্বাধীন ফাতাহ-সহ অন্যান্য সংগঠন মিলে গঠিত হয়েছিল প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন বা পিএলও। তিনি ১৯৮৭ সালে সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধ করে মার্কিন উদ্যোগে ইসরাইলের সাথে আলোচনায় যোগ দেন যার ফলে ১৯৯৩ সালে অসলো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে আরাফাত ইসরাইল রাষ্ট্রকে মেনে নেন, বিনিময়ে ইসরাইল ধাপে ধাপে পশ্চিম তীর ও গাজার সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেয়। অর্থাৎ, ঐতিহাসিক প্যালেস্টাইনের ২২% ভূমি নিয়ে ভবিষ্যৎ প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়। এই চুক্তিতে বলা হয় – প্রথম ধাপে দখলকৃত এলাকা থেকে ইসরাইলী সেনা ও ইহুদি বসতি প্রত্যাহার করা হবে এবং প্যালেস্টাইনী কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গাজা ও পশ্চিম তীরে আধা-স্বায়ত্তশাসন দেয়া হবে। আরাফাত পুরো প্যালেস্টাইনের দাবি ছেড়ে দিয়ে 'দুই রাষ্ট্র তত্ত্ব' মেনে নিয়ে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিলেও ইসরাইল নানা কৌশলে ভূমি দখল ও নিরাপত্তার নামে প্যালেস্টাইনীদের ওপর দমন-নির্যাতন চালাতে থাকে। পশ্চিম তীর ও গাজা থেকে অবৈধ বসতি প্রত্যাহারের পরিবর্তে সে নতুন ইহুদি বসতি নির্মাণ করে যেতে লাগল। বিতাড়ন করতে থাকল ফিলিস্তিনিদের। বহু বসতিকে তারা সামরিক ক্যাম্পে পরিণত করে যুক্ত করেছে মূল ইসরাইল সড়কের সাথে। বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে ফিলিস্তিন অঞ্চলকে। দখল করেছে উর্বর জমি আর বাগান। পানির উৎস নিয়ন্ত্রণ করে ফিলিস্তিনিদের বঞ্চিত করেছে পানির অধিকার থেকে। গাজা আর পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিন অঞ্চলের অধিবাসীদের যাতায়াতের ওপর আরোপ করেছে কড়াকড়ি। ফিলিস্তিনের আকাশ এবং জলভাগও কার্যত ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে। ২০০৪ সালে ইসরাইল ও পশ্চিম তীরের মাঝে ২৫ ফুট দেয়াল তুলে পশ্চিম তীরের অর্ধেক কেটে ফেলা হল এবং ইসরাইল তার অঞ্চল আরো ৫৮% বাড়িয়ে নিল। আকস্মিকভাবে এ অঞ্চলের ফিলিস্তিনিদের ভিটে, জমি আর বাগান থেকে উচ্ছেদ করা হল। ইসরাইলি দেয়াল পাশাপাশি গ্রামগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যাওয়ার অনুমতি নেই। অন্যদিকে, ৫০ লক্ষ ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের কোন সুযোগ রাখা হয়নি চুক্তিতে। আরাফাতও অসলো চুক্তির কয়েকবছর পর ইসরায়েলের প্রতারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। একারণে মৃত্যুর আগে দুই বছর তাকে তার কার্যালয়ে অবরুদ্ধ করে রাখে ইসরাইলী সেনাবাহিনী। ফিলিস্তিনীদের আশাভঙ্গের প্রেক্ষাপটে হামাসের লড়াকু ভূমিকার প্রতি সমর্থন বাড়তে থাকে। হামাস ইসরাইলকে স্বীকার করে না এবং ইসরাইলী দখলদারিত্ব উচ্ছেদের লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম তারা অব্যাহত রেখেছে। ফিলিস্তিনী কর্তৃপক্ষের ক্ষমতায় আসীন হয়ে পিএলও নেতৃত্বের দুর্নীতি ও আখের গোছানোর বিপরীতে হামাসের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিও তাদের প্রতি জনসমর্থন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। সর্বশেষ ২০০৬ সালের নির্বাচনে ফিলিস্তিনী জনগণ মাতৃভূমির প্রশ্নে আপোষ-হীন হামাসকে নির্বাচিত করে। কিন্তু ইসরাইল ও তার মুরুব্বী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হামাসকে মেনে নিতে অস্বীকার করে। ওয়েস্ট ব্যাংকের রাজধানী রামাল-ায় ক্ষমতা হস্তান্তর বাধাপ্রাপ্ত হয় ও নেতৃত্ব ফাতাহ'র হাতেই থেকে যায়। কিন্তু গাজার কর্তৃত্ব হামাসের হাতে চলে আসে। ফলে তারপর থেকেই ক্ষিপ্ত ইসরাইল গাজার উপর তার আক্রমণের তীব্রতা বাড়ায়, অবরোধ তৈরি করে যাতে অনাহার ও মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে মানুষ হামাসের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু গত ৮ বছর ধরে কঠোর অবরোধের ফলে চূড়ান্ত দুর্দশা সত্ত্বেও গাজার জনগণকে নতিস্বীকার করানো যায়নি, হামাস এখনো প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এবারের যুদ্ধবিরতির আলোচনায় তাই হামাস প্রধান শর্ত হিসেবে অবরোধ প্রত্যাহারের দাবি করেছে।

প্যালেস্টাইন-ইসরাইল সংঘাতকে মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ হিসেবে দেখার প্রবণতা আমাদের দেশে ব্যাপকভাবেই আছে। আমেরিকা যখন ইরাকে বা আফগানিস্তানে হামলা চালায় তখন মৌলবাদীরা একে মুসলিমদের ওপর খ্রিস্টানদের হামলা হিসেবে দেখায়। এই দৃষ্টিভঙ্গী একেবারেই ভুল। মধ্যপ্রাচ্যের তেলসম্পদের ওপর দখল প্রতিষ্ঠা ও এই অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই ইরাকে হামলা, একই উদ্দেশ্যে ইসরাইলকে সমর্থন। রোমান সাম্রাজ্যের স্থানীয় শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অপরাধে ইহুদি জনগোষ্ঠী প্রায় ২০০০ বছর আগে ফিলিস্তিন এলাকা থেকে বিতাড়িত হয়ে ইউরোপ ও দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। শতশত বছর ধরে তারা ধর্মীয় বিদ্বেষ ও অত্যাচারের শিকার হয়েছে। ১৮৯০-এর দশকে একদল ইহুদি জায়নবাদী আন্দোলন শুরু করেন যার মূল লক্ষ্য নিপীড়িত ইহুদিদের জন্য নিজস্ব একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এইজন্য তারা প্রথমে আর্জেন্টিনা, সাইপ্রাস, উগাণ্ডা ইত্যাদি দেশের কথা ভাবলেও পরে ধর্মীয় মিথ অনুসারে প্যালেস্টাইনকেই এই রাষ্ট্রের উপযুক্ত স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেন। এই লক্ষ্যে তারা সেখানে জমি কিনে বসতি স্থাপন শুরু করেন এবং বৃহৎ শক্তিগুলোর সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। ১৯১৭ সালে 'বেলফোর ঘোষণা'য় এ অঞ্চলের উপনিবেশিক শাসক ব্রিটেন প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করে। ১৯৩০-এর দশকে জার্মানিতে হিটলারের আমলে ইহুদিদের ওপর অত্যাচার চরমে পৌঁছে। প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদি গণহত্যার শিকার হয়, ইতিহাসে যা 'হলোকাস্ট' নামে কুখ্যাত। এই ঘটনায় বিশ্বব্যাপী ইহুদিদের প্রতি যে সহানুভূতি সৃষ্টি হয় তাকে কাজে লাগিয়ে এবং নিজস্ব একটি রাষ্ট্রের জন্য ইহুদিদের একাংশের জায়নবাদী আন্দোলনকে সহযোগিতা করে ফিলিস্তিনী ভূমিতে কৃত্রিমভাবে ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টিতে ব্রিটেন ও আমেরিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ফিলিস্তিনীদের সম্মতি না নিয়েই ঐতিহাসিক প্যালেস্টাইনের ৫৬% ভূমিতে ইসরাইল প্রতিষ্ঠা ও ৪৪% এলাকা ফিলিস্তিনীদের বরাদ্দ দিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করে। এই প্রস্তাবের পক্ষে প্রয়োজনীয় ভোট যোগাড় করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন দেশকে চাপ দিয়েছিল। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসরাইল বাস্তবে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ঘাঁটি হিসেবে ভূমিকা রাখছে। আমেরিকার সর্বাধিক সামরিক সাহায্যপ্রাপ্ত দেশ ইসরাইল, বছরে এর পরিমাণ ৩ বিলিয়ন ডলার। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র ঘোষণার সময় বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ করা সাড়ে ৭ লক্ষ ফিলিস্তিনীর নিজ ভূমিতে ফেরার অধিকারকে সমর্থন করে সাধারণ পরিষদে প্রস্তাব পাশ হয়। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর থেকে ইসরাইল কর্তৃক অধিকৃত এলাকা থেকে ইসরাইলী সেনা প্রত্যাহারের আহ্বানসম্বলিত প্রস্তাব পাশ হয়। কিন্তু এর কোনটিই মানতে ইসরাইলকে বাধ্য করা যায়নি মার্কিন সমর্থনের কারণে। নিরাপত্তা পরিষদে ইসরাইলের বিরুদ্ধে আনা অনেক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভেটো দিয়েছে আমেরিকা। ফলে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী শিবির মধ্যপ্রাচ্যে তার নিজের প্রয়োজনেই ইসরাইলকে মদত দিয়ে চলেছে এবং ফিলিস্তিনীদের দমনে সহযোগিতা করছে। অন্যদিকে ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সারা দুনিয়ার বিবেকবান মানুষ ফিলিস্তিনীদের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন করছে এবং ইসরাইলী বর্বরতা ও দখলদারিত্বের প্রতিবাদে রাস্তায় নামছে। সংখ্যায় কম হলেও খোদ ইসরাইলে গাজায় পরিচালিত গণহত্যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে, বরং তথাকথিত 'মুসলিম উম্মাহ' এক্ষেত্রে প্রায় নীরব। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসরাইলের নিন্দা করেছেন, কিন্তু ইসরাইলকে মদত দিচ্ছে যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেননি, বরং নানাভাবে তাদের আশীর্বাদ লাভের প্রতিযোগিতা করছেন।

পশ্চিমা বিশ্ব ইসরাইলকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে দাবি করে, অথচ কার্যত তা অঘোষিত এক ধর্মীয় ও বর্ণবাদী রাষ্ট্র। দুনিয়ার যেকোন প্রান্তের ইহুদিরা ইসরাইলের নাগরিকত্ব পেতে পারে, কিন্তু ১৯৪৮ সালে সেখান থেকে উচ্ছেদ হওয়া ফিলিস্তিনীদের নিজ বাসভূমে ফেরার ও ইসরায়েলে প্রবেশের অধিকার নেই। ইসরাইলের অভ্যন্তরে এখনো যেসব ফিলিস্তিনী বসবাস করে তারা ইহুদিদের সমান নাগরিক অধিকার পায় না। ধর্মের ভিত্তিতে কোন আধুনিক রাষ্ট্র হতে পারে না। অথচ এহেন বর্ণবাদী প্রতিক্রিয়াশীল ইসরাইলী শাসকগোষ্ঠীকে সমর্থন দিয়ে চলেছে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী তথাকথিত মুক্ত বিশ্ব। তবে সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তিগুলোর সমর্থনপুষ্ট এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-অর্থনীতি-সামরিক শক্তিতে অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ার পরও একটি ক্ষেত্রে ইসরাইল সহায়-সম্বলহীন ফিলিস্তিনীদের কাছে পরাজিত হয়েছে। শত অত্যাচার করেও ফিলিস্তিনীদের স্বাধীনতার স্পৃহা ও প্রতিরোধের মনোবলকে তারা নিশ্চিহ্ন করতে পারেনি। ফিলিস্তিনী ভূমির জবরদখল বিশ্ববাসীর কাছে এখনো নৈতিক বৈধতা পায়নি। বিশ্বের যেখানে যারা অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে ফিলিস্তিনী জনগণের অদম্য সংগ্রাম তাদের প্রেরণা।

উচ্চশিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ প্রসঙ্গে সেমিনার

(শেষ পৃষ্ঠার পর) একই পরিস্থিতি আরও স্থূলভাবে আমরা আমাদের দেশে দেখছি। এদেশে উচ্চশিক্ষার ২০ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষাকে সমস্ত দিক থেকে ব্যবসায়িক স্বার্থে এবং ব্যবসার পণ্যে পরিণত করার পরিকল্পনা শাসকরা নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কেবল বাজারমুখী বিষয় পড়ানো হচ্ছে। আদতে তা কেবল উন্নত বিশ্বের জন্য একদল কেরানিই তৈরি করছে। আজ স্কুল থেকে উচ্চশিক্ষায় সবক্ষেত্রে চালু হয়েছে অসুস্থ প্রতিযোগিতা। স্কুল স্তরে সৃজনশীল প্রশ্ন চালু করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে আরও পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের এই চলমান আন্দোলনে আমরা শিক্ষকরাও যুক্ত আছি। এ লক্ষ্যে আমরা একটি টিচার্স নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছি।

সৈয়দ মারুফ রেজা বায়রন বলেন, '৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এখন ৭৯টি। এগুলোতে একদিকে বেতন-ফি'র উচ্চ হারের কারণে গরীব-নিম্নবিত্তের প্রবেশ যেমন সামর্থ্যের বাইরে, তেমনি যারা অনেক অর্থ খরচ করে পড়ছেন তারাও বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধার বিন্দুমাত্র পান না। এগুলো কার্যত সার্টিফিকেট বিক্রির প্রতিষ্ঠান। সম্প্রতি ইউজিসি বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস খোলার নীতিগতভাবে অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে উচ্চশিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ত্বরান্বিত হবে।

সভাপতির বক্তব্যে সাইফুজ্জামান সাকন স্কুল-কলেজ, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণ-সংকোচন নীতির বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করে শিক্ষা আন্দোলন সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য 'শিক্ষা কনভেনশন' সফল করার জন্য ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকসহ শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

কৃষক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে রংপুরে ২ দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি সভা ১৯ ও ২০ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল ১১টায় রংপুর নগরীর নিউক্রস রোডস্থ সুমি কমিউনিটি কেয়ারে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন দুলাল, সাংগঠনিক সম্পাদক আহসানুল হাবীব সাঈদ, কেন্দ্রীয় সদস্য কৃষিবিদ ওবায়দুল-াহ মুসা, হাসিনুর রহমান, দলিলের রহমান দুলাল, মহির উদ্দিন প্রমুখ।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, স্বাধীনতা পরবর্তী ৪২ বছরে ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী পুঁজিবাদী শোষণ-শাসনের ফলে গ্রাম-শহরের শ্রমজীবী মানুষ অর্থনৈতিক ও মানবিক দুর্দশার শিকার হয়েছে। তীব্র অর্থনৈতিক শোষণের ফলে ভিটেমাটি হারা মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। কৃষক উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। গ্রামীণ ক্ষেতমজুরদের সারা বছরের কাজ ও খাদ্যের নিশ্চয়তা নেই। শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অনিবার্য ফলাফল হিসেবে গুম, খুন, নারী নির্যাতন, মাদকের বিস্তার ভয়াবহভাবে বাড়ছে। তিনি দুঃসহ জীবন যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে গ্রাম-শহরের শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহবান জানান।

নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বাম মোর্চার বিক্ষোভ

টিসিবিকে কার্যকর করা, সিণ্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিম্নবিত্তদের জন্য রেশন চালুর দাবি

"দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার লোকদেখানো পদক্ষেপ ও আশ্বাস যাই দিক্, বাস্তবে বাজারের নিয়ন্ত্রণ মুনাফালোভী সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে অবাধে জনগণের পকেট কাটার সুযোগ করে দিচ্ছে।" রোজার অজুহাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ২৯ জুন বিকাল সাড়ে চারটায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন। বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতা সাইফুল হক, অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, ফিরোজ আহমেদ, মোশরেফা মিশু, হামিদুল হক, মহিউদ্দিন চৌধুরী লিটন প্রমুখ। সমাবেশের পর একটি বিক্ষোভ মিছিল পল্টন এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, "বাণিজ্যমন্ত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন এবার রোজার মাসে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে না, কারণ ব্যবসায়ীরা তাকে এমন আশ্বাস দিয়েছে এবং তাদের কাছে যথেষ্ট মজুদ আছে। তিনি বলেছিলেন, সরকার টিসিবি-র মাধ্যমে আমদানি করে কম দামে পণ্য বিক্রি করবে, বাজারে মূল্যতালিকা টাঙ্গানো হবে, সরকার বাজার মনিটরিং করবে, সরবরাহ ঠিক রাখতে কিছু পণ্যের রপ্তানিও স্থগিত করা হয়েছে। কিন্তু এইসব আশ্বাসের ফুলঝুরিকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে রোজার আগে থেকেই বাজারে কাঁচা মরিচ-পেঁয়াজ-বেগুন-টমেটোসহ প্রায় সব সবজি, ছোলা-চিনি-সোয়াবিন তেলসহ অনেক পণ্যেরই দাম বেড়ে গেছে। এখন বাণিজ্যমন্ত্রী বলছেন যে, সব মানুষকে সেবা দেয়া টিসিবি-র পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ ২০০৮ সালে মহাজোটের অন্যতম প্রধান নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল তারা টিসিবি-কে সক্রিয় ও শক্তিশালী করে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করবেন। ফলে, ব্যবসায়ীদের সাথে বৈঠক ও সরকারী নানা ঘোষণা সবই বাস্তবে লোকদেখানো। আসলে সরকারের প্রশ্রয়েই ব্যবসায়ীরা দাম বাড়িয়ে মুনাফা লোটে, শাসক দলগুলো সেই মুনাফার ভাগ পায়। আওয়ামী লীগ-বিএনপি ইত্যাদি দলগুলোর অনুসৃত মুক্তবাজার-বেসরকারিকরণ নীতির ফলে সরকারী প্রতিষ্ঠান টিসিবি-কে সংকুচিত করে ফেলা হয়েছে, রেশন ব্যবস্থা তুলে দেয়া হয়েছে, বাজারের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রায় তুলে নেয়া হয়েছে। এর শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এই অবস্থার হাত থেকে বাঁচতে চাইলে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।" সমাবেশ থেকে দাবি জানানো হয় – টিসিবি-কে শক্তিশালী করে সরকারিভাবে উৎপাদকদের কাছ থেকে ক্রয় ও আমদানি করে বাজারে কম দামে পণ্য সরবরাহ বাড়াতে হবে, নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষকে রক্ষায় রেশনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে, মূল্যবৃদ্ধিকারী অসাধু ব্যবসায়ী সিণ্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

একই দাবিতে ১১ জুলাই শুক্রবার বিকাল ৪টায় মীরপুর ১১ নং পূরবী সিনেমা হল-এর সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাম মোর্চা মহানগর শাখার সমন্বয়ক মীর মোফাজ্জল হোসেন মোস্তাক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় ও মহানগর নেতৃবৃন্দ সাইফুল হক, মোশরেফা মিশু, আবু বকর রিপন, ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক, অনুপ কুণ্ডু, কল্যাণ দত্ত প্রমুখ। সমাবেশের পর মীরপুর ১১ নং থেকে ১০নং গোলচত্বর পর্যন্ত পদযাত্রা, লিফলেট বিতরণ, পথসভা ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।

গাইবান্ধা : নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম কমানোর দাবিতে বাসদ গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে শনিবার দুপুর ১২টায় শহরে এক বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল পূর্ব সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ আহ্বায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, সদস্য সচিব মনজুর আলম মিঠু। বক্তারা অবিলম্বে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ, বাজারে ভেজাল ও ফরমালিন মুক্ত খাদ্য নিশ্চিত করাসহ অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা, মাদক-জুয়া বন্ধে কার্যকর সরকারী উদ্যোগ দাবী করেন। নেতৃবৃন্দ ক্ষেতমজুর ও শ্রমজীবিদের জন্য সারা বছর কাজ ও আর্মিরেটে রেশন সরবরাহের দাবী জানান।

চট্টগ্রামে জনস্বাস্থ্য অধিকার রক্ষা কমিটির উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ-কে নয়, বরং আলাদা স্থাপনায় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিতে জনস্বাস্থ্য অধিকার রক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে ১৬ জুলাই সকাল ১১টায় চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন কমিটির আহ্বায়ক ডা. মাহফুজুর রহমান, জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি এড. সালাউদ্দিন হায়দার সিদ্দিকী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এড. কামাল উদ্দিন, প্রকৌশলী সুভাষচন্দ্র বড়ুয়া, ডা. সুশান্ত বড়ুয়া, ওয়ার্ড কাউন্সিলর জান্নাতুল ফেরদাউস পপি, শ্রমিক নেতা নিজাম উদ্দিন, সিদ্দিকুল-াহ, মেজবাহ উদ্দিন প্রমুখ। স্মারকলিপিতে নেতৃবৃন্দ উলে-খ করেন, মেডিকেল কলেজকে যদি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয় তবে আজ হোক বা কাল হোক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার ইচ্ছামতো হাসপাতালের রোগী সেবা ফি ধার্য করার কর্তৃত্ব পাবে। এই ক্ষেত্রে ছিন্নমূল গরীব জনগোষ্ঠি বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্যসেবা পাবে না। বর্তমান ১৩০০ বেডের হাসপাতালে রোগী থাকে গড়ে ২২০০-২৩০০। প্রতিটি ওয়ার্ডের মাটিতে এমনকি বারান্দায় রোগীদের সংকুলান করতে হয়। প্রয়োজনীয় পানির অভাবে শৌচাগার অপরিষ্কার থাকে। এরপরও হাসপাতাল কোন রোগীকে ফেরত দেয় না। গরীব রোগীরা এরপরও ভাল হয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হলে রোগী ভর্তি সীমিত হয়ে যাবে, হাজার হাজার রোগী ফেরত যাবে, তারা উচ্চতর স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হবে। ফলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজকে আগের মতই সরকারের অধীনে রেখে এর বেড সংখ্যা তিন হাজারে উন্নীত করা হোক এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও লোকবল সরবরাহ করা হোক। চট্টগ্রামের জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য চট্টগ্রামে আরো দুইটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হোক। বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে চট্টগ্রামে ভিন্ন স্থাপনায় একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোক যেখানে শুধু মাত্র পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স থাকবে।

কৃষকদের হয়রানি বন্ধের দাবিতে

দারিয়াপুর কৃষি ব্যাংক ঘেরাও

১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার, সহজ শর্তে কৃষিঋণ প্রদান ও কৃষকদের হয়রানি বন্ধের দাবিতে বাসদ দারিয়াপুর অঞ্চল শাখার উদ্যোগে ১৭ জুন দুপুর ১২টায় হাট দারিয়াপুরে বিক্ষোভ মিছিল শেষে দারিয়াপুর কৃষি ব্যাংক ঘেরাও করে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ গাইবান্ধা জেলার আহবায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, আমিনুল ইসলাম, মাি-লবাড়ী ইউনিয়ন কমিটির আহবায়ক মাহাবুর রহমান খোকা, জুয়েল মিয়া প্রমুখ।

আহসানুল হাবীব সাঈদ বলেন, যারা সোনালী ব্যাংকসহ সকল সরকারি ব্যাংকে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করছে তাদের নামে মামলা হয় না। অথচ কৃষকরা ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে না পারার কারণে সেই কৃষকদের নামে সার্টিফিকেট মামলা দেয়া হচ্ছে। এক দেশে দুই আইন চলতে পারে না।

জোট-মহাজোটের গণবিরোধী রাজনীতির বিপরীতে জনগণের আন্দোলনের শক্তি গড়ে তুলুন – *বাম মোর্চা*

জোট-মহাজোটের গণবিরোধী রাজনীতির বিপরীতে জনগণের আন্দোলনের শক্তি গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছেন গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। মোর্চার কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১৬ জুলাই দোস্ত বিল্ডিংস্থ কার্যালয়ে চট্টগ্রামের এক প্রতিনিধি সভায় নেতৃবৃন্দ এ আহবান জানান। বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি রাজা মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, প্রেসিডিয়াম সদস্য নাসিরুদ্দিন আহমেদ নাসু, বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির কেন্দ্রীয় সদস্য কমরেড উজ্জ্বল রায়, গণসংহতি আন্দোলন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সদস্য আবুল হাসান রুবেল, বাসদ নেতা অপু দাশ গুপ্ত।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, গত ৫ জানুয়ারির একতরফা নির্বাচনের মাধ্যমে মহাজোট সরকার পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ফ্যাসিবাদী কায়দায় দেশ চালাচ্ছে। একদিকে খুন-গুম ক্রমাগত বেড়ে চলেছে, অন্যদিকে লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি জনজীবনে নাভিশ্বাস তুলেছে। জনগণের সম্পদগুলো একে একে তুলে দিচ্ছে বিদেশী শক্তির হাতে। এই অপশাসনকে আড়াল করার জন্য সমুদ্র জয়ের বিষয়কে সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে। অন্যদিকে সমুদ্রের গ্যাসব্লক সমূহ বিদেশি কোম্পানীর হাতে তুলে দেওয়ার আয়োজন চলছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন একদিকে সরকার জনগণের মতামতের কোন ধরণের তোয়াক্কা করছে না, অন্যদিকে বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট এর বিরুদ্ধে কোন কার্যকর আন্দোলন গড়ে তুলছে না। বাস্তবে এই রাজনৈতিক শক্তিগুলো জনগণের কোন ধরণের আকাংখাকে ধারণ করে না। নেতৃবৃন্দ বাম মোর্চার নেতৃত্বে জোট মহাজোটের বিপরীতে জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান।

খাগড়াছড়ির বাবুছড়ায় বিজিবি কর্তৃক পাহাড়ী বসতি উচ্ছেদের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বিজিবির দপ্তর স্থাপনের জন্য বসতি উচ্ছেদের প্রতিবাদে বাসদ খাগড়াছড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে ১৬ জুন বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি মহাজন পাড়া প্রাইমারি স্কুলের সামনে থেকে শুরু করে শাপলা চত্বর হয়ে মুক্তমঞ্চে পথ সমাবেশ করতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশি বাধায় মিছিলটি মহাজন পাড়ায় ফিরিয়ে নেওয়া হয়। সেখানে সমাবেশে বাসদ নেতা শাহাদাত হোসেন জনবসতি উচ্ছেদ করে বিজিবির দপ্তর না করা, সাম্প্রদায়িক উসকানি বন্ধ করা, ভুক্তভোগিদের উপর মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা এবং বাবুছড়া সংকটের সুষ্ঠু সমাধানের দাবি জানান।

তিস্তা সেচ প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ

তিস্তা সেচ প্রকল্পের আওতাধীন খরা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের যথাযথ ক্ষতিপূরণের দাবিতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ২০ জুলাই বেলা ২টায় নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের রংপুর জেলা শাখার সংগঠক ও বাসদ নেতা আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে প্রেসক্লাব চত্বরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি আলমগীর হোসেন দুলাল, সাংগঠনিক সম্পাদক আহসানুল হাবীব সাঈদ। নেতৃবৃন্দ বলেন, ভারত সরকারের পানি আগ্রাসন নীতি ও সরকারের নতজানু ভূমিকার কারণে তিস্তা পাড়ের চাষীরা খরা-বন্যায় সর্বস্বান্ত হচ্ছে। এই ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের বাঁচাতে সরকার এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো উদ্যোগই নেয়নি। নেতৃবৃন্দ তিস্তা সেচ প্রকল্পের আওতাধীন খরা ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের ৩০০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ, আর্মি দরে রেশন চালু এবং বেকার ক্ষেতমজুরদের জন্য ১২০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্প চালুর জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানান।

নারী নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

কাফরুল, গাজীপুর, উত্তরা, কমলাপুর, মগবাজারসহ সারাদেশে ধর্ষণকারী-অপহরণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে ১৯ জুলাই সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাব চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা নগর শাখার সহসভাপতি মর্জিনা খাতুন, বক্তব্য রাখেন নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক তাসলিমা নাজনীন সুরভী, সাংগঠনিক সম্পাদক তাসলিমা আক্তার বিউটি, সদস্য নাঈমা খালেদ মনিকা। সমাবেশে বক্তারা বলেন, গত কয়েকদিন ধরে পত্রিকায় ধর্ষণ ও নারীনির্যাতনের যে ঘটনাসমূহ পরিলক্ষিত হচ্ছে তাতে এক ভয়ংকর চিত্র ফুটে উঠেছে। গত ৩ জুলাই রাতে উত্তরার এক ছাত্রীকে মায়ের সামনে থেকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। অপহরণের পর নির্যাতন করে তাকে উত্তরায় রেখে যায়। ৫ জুলাই কাফরুলে এক স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। মিরপুরে সাংবাদিক পরিচয়ে ছয়জন বাসায় ঢুকে কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীকে ধর্ষণ করে, রাজধানীর মগবাজারে চিকিৎসা করতে আসা এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করে ছাত্রলীগ নেতা, কমলাপুরে বাস কাউন্টারে দুই কিশোরীকে ধর্ষণ করেছে দুর্বৃত্তরা। সারাদেশে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে এবং ধর্ষণকারী-অপহরণকারী-নির্যাতনকারি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে নারীসমাজের প্রতি আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) শিক্ষাদীক্ষা শ্রমিকদের নেই, উপর থেকে, মানবদরদী বড় বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়াদের সাহায্যে তাদের মুক্ত করতে হবে, তাদের সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করতে পারি না।" *[আ. বেবেল, ভ. লিবক্লেখত, ভ. ব্রাকের প্রতি পত্র; ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯]*

"ঐক্যের চিৎকারে নিজেকে ভুলালে চলবে না। যাদের মুখে এ কথাটি লেগেই আছে প্রধানত তারাই বিভেদের বীজ বপন করে। সব বিভেদগুলি তারাই উসকিয়ে তুলেছে, অথচ ঐক্যের জন্য চিৎকার করছে তারাই সবচেয়ে বেশী। এই ঐক্যপাগলদের হয় বুদ্ধি কম, যারা সবকিছু মিশিয়ে ঘুঁটে ঘুঁটে এমন এক অদ্ভুত খিচুড়ি বানাতে চাইছে যা ঠাণ্ডা হতে দেওয়া মাত্রই পার্থক্যগুলো আবার ভেসে উঠবে এবং একপাত্রে রয়েছে বলে সেগুলি ভেসে উঠবে আরো স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে অথবা সচেতনভাবেই আন্দোলনকে কলুষিত করতে চাইছে। ... ঐক্য-চিৎকারকদের জন্য আমাদের জীবনে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ ও সবচেয়ে বেশি বেঈমানী সইতে হয়েছে।" *[আ. বেলেলে নিকট চিঠি, ২০ জুন ১৮৭৩]*

"... সমাজের একটি অংশের অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণীর আকাঙ্ক্ষা পূরণের উদ্দেশ্যে, তাদেরই সক্রিয় উদ্যোগে, সমাজের অন্যান্য অংশের পরোক্ষ স্বীকৃতির ভিত্তিতে রচিত এই আইন ও শৃঙ্খলার পরম পবিত্র ধারণা, বুর্জোয়া শ্রেণীর সামাজিক অবস্থানের স্বপক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী রক্ষাকবচ। কিন্তু জীবনের একটার পর একটা আঘাতের অভিজ্ঞতা থেকে সে নিঃসংশয়ে বুঝেছে যে, আইন হলো একটা চাবুক যা বুর্জোয়ারা শ্রমজীবী মানুষের জন্য তৈরী করেছে। তাই একান্ত বাধ্য না হলে শ্রমিক কখনো ন্যায় বিচারের আশায় আইনের দুয়ারে গিয়ে হাত পাতে না। ... ... বুর্জোয়াদের চাই একটা সরকার; যে শ্রমিকশ্রেণীকে না হলে তার চলে না, তাকে দমন করার জন্যই এটা তাদের কাছে অবশ্য প্রয়োজন। বুর্জোয়ারা সর্বহারাশ্রেণীর বিরুদ্ধে এই সরকারি ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের বিক্ষোভকে যতদূর সম্ভব ঠেকিয়ে রাখে। বাণিজ্যিক সংকট চলতেই থাকবে এবং শিল্প-কারখানার বিস্তার এবং শ্রমিকের সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধির সাথে সাথে সংকট আরও তীব্র, আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। ... ধনী ও দরিদ্রের রক্তাক্ত সংগ্রাম অতীতের সকল ভয়াবহ সংগ্রামের নজিরকে ছাড়িয়ে যাবে। এমনকি বুর্জোয়াদের একাংশ সর্বহারাশ্রেণীর সঙ্গে সমঝোতা করে বা ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেও পরিস্থিতির কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। দৈনন্দিন খুঁটিনাটি বহু বিষয়কে কেন্দ্র করে ধনীর বিরুদ্ধে গরিবের যে নিরন্তর সংগ্রাম আজ পরোক্ষে চলছে, তা প্রত্যক্ষ এবং সর্বাত্মক সংঘর্ষের রূপে দেখা দেবে। শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের সম্ভাবনা আর নেই। শ্রেণীবিভাজন ক্রমশ আরও স্পষ্ট হচ্ছে, শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিরোধের মানসিকতার জন্ম হচ্ছে, তিক্ত বিরোধিতা দিনে দিনে বাড়ছে। ছোট ছোট লড়াই বৃহত্তর সংগ্রামের জমি তৈরি করছে এবং অবস্থা এমন রূপ নিচ্ছে যে, শ্রীঘ্রই একটা সামান্য উত্তেজনা বিশাল একটা ধস নামিয়ে দিতে পারে।" *[কন্ডিশন অফ ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড (১৮৪৫)]*

শিবদাস ঘোষ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) পারে। এটা সকলে পারে না, যে পারে সেই কমিউনিস্ট হওয়ার যোগ্য। বাকিরা কমিউনিস্ট বলে মিথ্যা অহংকার করে মাত্র।"

"...একদল নেতা আছেন যাঁরা, কর্মীদের চেতনার মান যেহেতু খুব উঁচু স্তরে, খুব সূক্ষ্ম বিচারের ক্ষমতা অর্জনের স্তরে উঠতে সময় লাগে, সেহেতু তাঁদের চেতনার নিম্নমানের সুযোগে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুঙ-এর দোহাই পেড়ে এবং মোটামুটিভাবে বিপ্লবের তত্ত্ব এবং গরম গরম বুলি আউড়ে এবং সময়ে সময়ে কিছু মারমুখী লড়াই পরিচালনা করে কর্মী ও জনসাধারণকে বোঝাতে চান, পার্টির রণনীতিটা এবং বিপ্লবের স্তর সম্বন্ধে বিশ্লেষণটা ঠিক হলেই নাকি পার্টিটা ঠিক হয়ে যাবে। তারপর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে নেতাদের আচরণ যাই হোক্ না কেন; শিল্প, সাহিত্য, রুচি, নৈতিকতা, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে যাই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি থাকুক না কেন এবং প্রাত্যহিক আচরণের ক্ষেত্রে যত নিম্নতম সাংস্কৃতিক ও রুচিগত মানই তাঁরা প্রতিফলিত করুন না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না! তাঁদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে যা দাঁড়ায়, তা হচ্ছে, বিপ্লবের তত্ত্ব সম্পর্কে অর্থাৎ রাজনীতি সম্পর্কে ধারণাটা শুধুমাত্র মার্কসবাদসম্মত হলেই চলবে আর ব্যক্তিগত জীবনে সংস্কৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের ক্ষেত্রে যদি নেতা ও কর্মীরা বুর্জোয়া সংস্কৃতির দাসই থেকে যান, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ... একদল নেতা এই বিপ্লবী তত্ত্বটা ঠিক হলেই, বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ ঠিক হলেই পার্টিটা ঠিক হয়ে গেল এবং তার দ্বারাই বিপ্লব হয়ে যাবে – এই কথা বলে কর্মী ও নেতাদের সর্বব্যাপক সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যা সব বিপ্লবের আগে সেই বিশেষ বিপ্লবের পরিপূরক অর্থে প্রথমে করা প্রয়োজন, সেই গুরুদায়িত্বকে এড়িয়ে যান এবং নিজেরাও সেই অনুযায়ী মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের অভ্যাস, আচরণ ও সংস্কৃতিগত দিকটা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেন না। অথচ লেনিন আমাদের শিখিয়েছেন, cultural revolution precedes technical revolution, অর্থাৎ সংস্কৃতিগত বিপ্লব শুরু হবার পরই রাষ্ট্র দখলের বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে। তাই যে কোন সত্যিকারের মার্কসবাদী-লেনিনবাদীই জানেন যে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কর্মসূচির 'ইন্টিগ্রেশন' (সংযোজন) ছাড়া কোন দেশের বিপ্লব সফল করা সম্ভব নয়।" [কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই একমাত্র সাম্যবাদী দল]

কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সারাদেশ থেকে ২৫০ জন নির্বাচিত নেতা-কর্মী-সংগঠক এ শিক্ষাশিবিরে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি বিষয়ের আলোচনার তারা অংশগ্রহণ করেন ও মতামত রাখেন। রাতে ৯টি গ্রুপে ভাগ করে পুনরায় আলোচনা হয়। সেখানে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহ পরেরদিন সকালের সেশনে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী আলোচনা করেন। সমাপনী দিনের বক্তব্যে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বলেন, মার্কসবাদ হলো বিজ্ঞান। বলা হয় এটি হলো সকল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান। তাই এটি গতিশীল। সময়ের সাথে সাথে এর উপলব্ধিকে উন্নত করতে হয়। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুঙ পরবর্তীকালে এই উন্নত ও সমৃদ্ধ ধারণা আমরা পাই শিবদাস ঘোষের চিন্তা থেকে। আজকের যুগে কমিউনিস্ট সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে তা বুঝতে হবে। তা না হলে জীবনের সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা খুঁজে পাবনা।

নেতা-কর্মীদের প্রতি তিনি আহবান রাখেন, চূড়ান্ত ব্যক্তিবাদী প্রবণতার সময়ে আমরা দল গড়ে তুলছি। এ সময় দল ও ব্যক্তিজীবনকে অভিন্ন রেখে 'দলই জীবন, বিপ্লবই জীবন' – এই চেতনার ভিত্তিতে দল গড়ে তুলতে হবে। ভয়ঙ্কর পুঁজিবাদী শোষণে পিষ্ট সমাজের মানুষ। এই যন্ত্রণা থেকে মানুষকে, এমনকি নিজের মনুষ্যত্বকে রক্ষা করতে হলেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে লড়াই ভিন্ন কোন পথ নেই।

এর আগে গত ২১ ও ২২ জুলাই জোন ১ ও ২ এর রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির রংপুরে অনুষ্ঠিত হয়। ওই শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী।

ইউনিয়ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলো চা শ্রমিক ফেডারেশন

চা শ্রমিকদের জাতীয় সংগঠন বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন-এর নির্বাচনে সিলেট সুরমা ভ্যালিতে স্বতন্ত্র প্যানেলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে চা শ্রমিক ফেডারেশন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি হৃদেশ মুদি সভাপতি পদে, আশা সবর সহ-সভাপতি ও বীরেন সিং সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। গত ১০ আগস্ট অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সিলেট ভ্যালির ২২টি বাগানে ৬৫০০ শ্রমিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে, এর মধ্যে চা শ্রমিক ফেডারেশন মনোনীত প্যানেল ৬৩৬ ভোট পেয়েছে। চা শ্রমিকদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা, দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকায় উন্নীত করা, শিক্ষা-চিকিৎসার দাবিসহ নির্বাচনী প্রচারকালে চা শ্রমিক ফেডারেশনের উত্থাপিত বক্তব্য শ্রমিকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

নারী-শিশু নির্যাতন বন্ধের দাবিতে

নারীমুক্তি কেন্দ্রের দেশব্যাপী স্মারকলিপি পেশ

রংপুর : নারী ও শিশুর ওপর সকল প্রকার নির্যাতন নিপীড়ন বন্ধ ও নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ১৮ জুন সকাল ১১টায় মানববন্ধন-সমাবেশ ও স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সংগঠনের জেলা সভাপতি প্রভাষক আরশেদা খানম লিজুর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তৃতা করেন জেলা সদস্য আলো বেগম, ফাহমিদা আহমেদ প্রিয়াংকা প্রমুখ। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাসদ সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, পলাশ কান্তি নাগ। সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দ বলেন, অবিলম্বে মগবাজারে গৃহবধু ধর্ষণকারী ছাত্রলীগ নেতার, সিলেটের দুইবোন ধর্ষণকারীর, মনিরামপুর ঋষিপল-ীর মা-মেয়ে-স্ত্রী-গৃহবধু গণধর্ষণকারীর, খাগড়াছড়ি জুম্ম নারী সবিতা চাকমাকে ধর্ষণকারীর, গাজীপুরে গৃহবধুকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্যকারী দুর্বৃত্ত স্বামীর, ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিনিধি নূরজাহান বেগমকে নির্যাতনকারী দুর্বৃত্ত এবং গোবিন্দগঞ্জ পুলিশ স্টেশনে সীমা ধর্ষণকারী পুলিশ সদস্যসহ সারাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতনকারীদের গ্রেফতার ও প্রতিটি ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত বিচার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। অপসংস্কৃতি-অশ-ীলতা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। পর্নোগ্রাফি, ব- ফিল্ম, মোবাইল ফোনে পর্নো ছবি ডাউনলোড, মাদক ও জুয়া বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দিনাজপুর : বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র দিনাজপুর জেলা শাখা ১৮ জুন ২০১৪ সকাল ১১টায় জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের দিনাজপুর জেলার সংগঠক দৌলতন নেছা দুলি, আরজুনা বেগম, শারমিন আক্তার, ফাহমিদা আকতার লুবনা প্রমুখ। ১ জুন থেকে দিনাজপুর শহরে বিভিন্না পাড়া মহল-ায় সংগঠনের পক্ষ থেকে গণ সংযোগ, লিফলেটিং, মত বিনিময় ও মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করা হয়। ৫ জুন প্রেসক্লাবে সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন কর্মসূচীতে বাংলাদেশ নারী মুক্তি কেন্দ্র, বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র এর নেতাকর্মীবৃন্দ ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মানবন্ধনে বক্তারা অবিলম্বে নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ, মদ জুয়া অশ-ীলতা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের প্রতি দাবি জানান এবং পাড়ায় মহল-ায় গণ পাঠাগার গড়ে তোলার আহ্বান জানান। নারী ও শিশু নির্যাতন, খুন-ধর্ষণ-অপহরণের সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

সিলেট : কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসাবে ১৮ জুন সকাল ১১টায় সিলেট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। স্মারকলিপি পেশকালে উপস্থিত ছিলেন নারী মুক্তি কেন্দ্র সিলেট জেলা শাখার সদস্য তামান্না আহমেদ, ইসরাত রাহী রিশতা, সাদিয়া নোশিন তাসনিম।

চট্টগ্রাম : কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর অংশ হিসেবে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এরপর অব্যাহত নারী ও শিশু নির্যাতনের প্রতিবাদে মিছিল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম জেলা সভাপতি পপি চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর জান্নাতুল ফেরদাউস পপি, পূরবী চক্রবর্তী, মনিদীপা ভট্টাচার্য, তাজ নাহার রিপন প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আসমা আক্তার।

ধর্ষককে গ্রেফতারের দাবিতে গাইবান্ধায় মানববন্ধন

গাইবান্ধা সদর উপজেলার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের এক গৃহবধুকে চারদিন আটক রেখে ধর্ষণ করার প্রতিবাদে ও অবিলম্বে ধর্ষণকারীকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র-র উদ্যোগে গত ৯ জুলাই দুপুর ১২টায় আসাদুজ্জামান মার্কেটের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। নারীমুক্তি কেন্দ্রের জেলা সভাপতি অধ্যাপক রোকেয়া খাতুনের সভাপতিত্বে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা মনজুর আলম মিঠু, প্রভাষক মোস্তফা মনিরুজ্জামান মনির, প্রভাষক আকরামুল হক রাঙ্গা, সাংবাদিক হেদায়েতুল ইসলাম বাবু, নারীমুক্তি কেন্দ্রের জেলা সাধারণ সম্পাদক নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, বাসদ লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের সংগঠক ময়নুল ইসলাম, ভিকটিমের আত্মীয় শাহ আলম।

বক্তাগণ লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের গৃহবধুকে ধর্ষণ এবং ফুলছড়িতে পাষন্ড পিতা কর্তৃক ১৩ বছরের মেয়েকে ধর্ষণের ঘটনার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এ সমস্ত ঘটনার পিছনে মাদক, জুয়া, অপসংস্কৃতি-অশ্লীলতা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়াকে দায়ী করেন। এইসব ঘটনায় সুনির্দিষ্ট মামলা হওয়ার পরও পুলিশ প্রশাসনের যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা এবং প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপকে দায়ী করেন। বক্তাগণ উপরোক্ত ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জোর দাবী জানান। এছাড়া সাহাপাড়া ইউনিয়নের কিশোরী মারুফা পারভীন উর্মির অপহরণকারীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবী জানান।

সিলেটে চা বাগানে শিশু নির্যাতনের প্রতিবাদ

সিলেট শহরতলীর বুরজান চা বাগানে গত ১৩ জুলাই সাধু প্রকাশ নামে এক শ্রমিকের দ্বারা ৭ বছরে শিশু পাশবিক নির্যাতনের প্রতিবাদে ১৫ জুলাই সিলেটের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মানববন্ধন ও সমাবেশ করে শিশু কিশোর মেলা সিলেট জেলা শাখা। সিলেট জেলা সংগঠক লিপন আহমেদের সঞ্চালনায় মানববন্ধন চলাকালীন সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর কমিটির সভাপতি রেজাউর রহমান রানা, নারীমুক্তি কেন্দ্র নেত্রী ইশরাত রাহী রিশতা প্রমুখ।

শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ২০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শিশু কিশোর মেলা সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে ২৬জুন বিকাল ৪টায় শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সিলেট জেলা সংগঠক রুবাইয়াৎ আহমেদের সভাপতিত্বে এবং মিজানুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ সিলেট জেলার আহ্বায়ক উজ্জ্বল রায়, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নাঈমা খালেদ মনিকা, সিলেট নগর শাখার সভাপতি রেজাউর রহমান রানা প্রমুখ।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে জাহানারা ইমাম মুক্তিযুদ্ধে সার্বিক সহযোগিতাই শুধু করেননি, ছেলে শহীদ রুমিকে নিজে যুদ্ধে ঠেলে দিয়ে দেশপ্রেমের অপূর্ব দৃষ্টান্ত তৈরি করেন। মুক্তিযুদ্ধের পর ৯২ সালে একাত্তুরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে তার নেতৃত্বেই গড়ে উঠে ঐতিহাসিক গণআদালত। আর এভাবেই তিনি হয়ে ওঠেন শহীদ জননী। সামাজিক দায়বোধ সম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলার জন্যে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মত বড় মানুষের চরিত্র সামনে আনা প্রয়োজন।

নবীগঞ্জে সাম্যবাদ পাঠক ফোরামের সভা

সাম্যবাদ পাঠক ফোরাম নবীগঞ্জ উপজেলার উদ্যোগে ২৪ জুলাই সন্ধ্যা ৭টায় নবীগঞ্জ অস্থায়ী কার্যালয়ে আহ্বায়ক ডা. সুব্রত চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে ও দীপ দাসের পরিচালনায় এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন বাসদ কনভেশন প্রস্তুতি কমিটির কেন্দ্রীয় নেতা মানস নন্দী, উজ্জ্বল রায়, হবিগঞ্জ জেলার সংগঠক শফিকুল ইসলাম, কাঞ্চন চক্রবর্তী, তমাল পাল, নরেন্দ্র পাল, সুজন দাস প্রমুখ। কর্মীসভায় প্রধান বক্তা মানস নন্দী বলেন, পুঁজিবাদের রক্ষক সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের বাজার দখল, সম্পদ লুণ্ঠন ও অস্ত্র বিক্রির জন্য দেশে দেশে হামলা, আগ্রাসন ও যুদ্ধ বাধাচ্ছে। এর ফলাফল হিসাবে মার্কিন মদদে ইসরায়েল ফিলিস্তিনের গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে। তাই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার আলোকে দেশে দেশে পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

তোবা গার্মেন্ট শ্রমিকদের সাহসী লড়াইয়ের পথে এগিয়ে আসুন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) পূর্বেই অঙ্গীকার করেছিলেন যে এক সপ্তাহের মধ্যেই তোবার শ্রমিকদের বকেয়া পাওনার আংশিক তারা পরিশোধ করবেন। এরও আগে বিজিএমইএ ও মালিকপক্ষ বার বার বেতন বোনাস পরিশোধ করার লিখিত ও মৌখিক অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করেছে। শ্রমিকরা আন্দোলনে নেমে ইতোপূর্বে রাস্তায় মার খেয়েছে, রাবার বুলেট খেয়েছে। বিজিএমইএ-তে গিয়েছে, শ্রম মন্ত্রণালয়ে গিয়েছে, অতঃপর ২৬ জুন '১৪তে তোবা গ্রুপের চেয়ারম্যান মাহমুদা আক্তার মিতা, বিজিএমইএ-র প্রতিনিধি ফয়েজ আহমেদ, রফিকুল ইসলাম-এর উপস্থিতিতে বিজিএমইএ-র নেতা আব্দুল আহাদ আনসারী লিখিত অঙ্গীকার করেছিল যে মে মাসের মজুরি ৩ জুলাইয়ের মধ্যে, জুন মাসের মজুরি ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে এবং ঈদ বোনাস ও জুলাই মাসের ১৫ দিনের মজুরি ২৬ জুলাইয়ের প্রদান করা হবে। কিন্তু এরা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ঈদের পূর্ব দিন পর্যন্ত শ্রমিকদের কাজ করিয়ে কোন টাকা পয়সা না দিয়ে এক নিদারুণ অমানবিক পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। যে শ্রমিক স্বপ্ন দেখেছিল ঈদে বাচ্চাকে একটা লাল জামা কিনে দেবে, স্বামী-সন্তান-বাবা-মাসহ সেমাই-চিনি কিনে ঈদ করবে, চাঁদ রাতে তাদের সামান্য স্বপ্নসাধ ধুলিস্যাৎ হবার প্রেক্ষাপটে তাৎক্ষণিকভাবে তিনশতাধিক শ্রমিক গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের নেত্রী মোশরেফা মিশু-র নেতৃত্বে গণঅনশন শুরু করেন। এ প্রেক্ষাপটে আমাদের ফেডারেশনসহ আরও তেরটি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এই আন্দোলন সমর্থন করার ফলে পরবর্তী দিন ১৫টি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন নিয়ে একটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্ল্যাটফরম গড়ে ওঠে যার নাম তোবা গার্মেন্টস শ্রমিক সংগ্রাম কমিটি। তারা মোট পাঁচটি দাবি উত্থাপন করে : (১) অবিলম্বে তোবা গ্রুপের সকল শ্রমিকদের বেতন, ওভারটাইম, বোনাস সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে হবে। (২) তোবা গ্রুপের সকল কারখানা সচল কর, শ্রমিকদের নিয়মিত কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে। (৩) খুনি মালিক দেলোয়ারের জামিন বাতিল ও সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। (৪) তাজরিন গার্মেন্টস এর নিহত আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। (৫) আন্দোলনরত শ্রমিকদের শারিরীক-মানসিক-আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

এই পাঁচটি দফার মধ্যে নানা নাটকীয়তার শেষে তোবা গ্রুপের শ্রমিকরা এক নম্বর দাবিটি মাত্র আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। বাকি দাবিগুলো আদায় করার সংগ্রাম এখনো জারি আছে।

রানা প্লাজা ভবন ধসে বারোশত শ্রমিকের মৃত্যুর পর এখনও হাজারো শ্রমিক রাষ্ট্রের কিংবা বিজিএমইএ-র কিংবা ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কিংবা বিদেশি মালিকের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ পেল না। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে জমা হলো ১২৭ কোটি টাকা। অত্যন্ত অস্বচ্ছ এবং বিশৃঙ্খলভাবে মুখ চিনে ৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। আরো ১২২ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য থাকলেও আজো কাউকে না দেওয়ায় রানা প্লাজার আহত, পঙ্গু, কর্মহীন শ্রমিকরা এবং তাদের নিহত শ্রমিকদের এতিম সন্তানরা ঈদ করতে পারল না। অথচ দেশের প্রধানমন্ত্রী এতিমদের নিয়ে ইফতার করার ছবি টিভিতে দেখালেন। শুধু রানা প্লাজা নয় অনেক কারখানাতে ভবন ধসে শ্রমিক মরে শ্রমিকের নিরাপত্তা কর্মস্থলে নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। আজকে ভবন ধসে শ্রমিক মারা যাওয়া, কারখানায় পর্যাপ্ত অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা না থাকায় এবং কারখানা এমন জায়গায় করা হয় যেখানে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি পর্যন্ত যেতে পারে না, ফলে শ্রমিক আগুনে পুড়ে মারা যায়, এই কর্মস্থলে শ্রমিক পুড়ে কয়লা হতে পারবে না – এগুলো শুধু ট্রেড ইউনিয়ন দাবিই নয়। মানবিক প্রশ্নও বটে। এই প্রশ্নে প্রতিবাদ করার জন্য শুধু শ্রমিক/ট্রেডইউনিয়ন সংগঠন নয় দেশের সকল বিবেকবান মানুষকেই রাস্তায় নামতে হবে। আর তা নামলে পড়ে যদি কেউ বলে শ্রমিকদের নিয়ে রাজনীতি হচ্ছে, জাতীয় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য কথা হতে পারে?

আমাদের দেশের গার্মেন্টগুলো ক্রমাগত তাদের ব্যবসার পসার বাড়াতে যে পারছে সে কথা মালিকরাও স্বীকার করে। তারা অনেকেই আজ কম্পোজিট ধরনের কারখানায় পরিণত হয়েছে। সেখানে কটন কাপড়ের বাইরেও নাইলন-এক্রোলিকের মতো উন্নত মাত্রার দাহ্য ফেব্রিক্স নিয়ে কাজ হচ্ছে। নানা প্রকার এসিড, ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে রঙ করা হচ্ছে। অথচ কোথাও অগ্নি নির্বাপণের মহড়া নেই, বিপদ সাইরেন নেই, মেটেরিয়াল সেফটি ডাটাশিট নেই, নাকের নিরাপত্তা মাস্ক নেই, কার্বন-ডাই-অক্সাইড সিলিন্ডার নেই বা থাকলেও তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। জেনারেটর ইত্যাদি শব্দবহুল জায়গায় যারা কাজ করে তাদের কানের সুরক্ষার জন্য ফোম পর্যন্ত নেই। যার দাম টাকা নয় কয়েক পয়সা মাত্র। এসিড ডাই নাড়াচাড়া করা শ্রমিকের হ্যান্ড গ্লাভস পর্যন্ত নেই। উৎপাদন লাইনগুলোতে এমনভাবে মেশিন বসানো হয় যাতে চলাচলের সুপরিসর করিডোর থাকে না, হয়ত দুশ জন শ্রমিকের জন্য দুইটা বাথরুম-টয়লেট। সুপারভাইজাররা টয়লেটে যেতে পর্যন্ত বাধা দিচ্ছে।

তোবা শ্রমিকদের সমর্থনে ঢাকায় বাম মোর্চা এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের মিছিল

শ্রমিকরা কাজ করতে চায়। শ্রমিকদের নিরাপদে কাজ করতে দিতে হবে – এমন দাবি তোলাকে যদি মালিকরা জাতীয় আন্তর্জাতিক চক্রান্ত মনে করে তাহলে কি বলা যায়! সেটা যদি তারা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মনে করে তাহলে আমরা কি বলতে পারি? শ্রমিকরা সারা দিন কাজ করে বিকালে মালিকের দেয়া টিফিন খেয়ে একযোগে শত শ্রমিক অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে, কারণ টিফিনে খাবার অযোগ্য পঁচা কলা-পাউরুটি দিয়েছে, পানি খেয়ে অসুস্থ হয়েছে শ্রমিক কারণ গত পাঁচ বছরে একবারও হয়ত পানির ট্যাংকি পরিষ্কার করা হয়নি। (খবরের কাগজে এসেছে পানি খেয়ে উসুক কারখানায় ১৫০ জন অসুস্থ হয়েছে)। শ্রমিকের স্বাস্থ্যকর টাটকা খাবার ও বিশুদ্ধ পানি খেতে দিতে হবে – এসব অতি সাধারণ দাবি নিয়েই আজ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করতে হচ্ছে। শ্রমিকরা এখনো বর্ধিত সুযোগ সুবিধার দাবির পর্যায়ে যেতেই পারেনি। এখনো তাদের জীবিকার দাবি প্রধান হবার বদলে জীবন বাঁচানোর দাবিই প্রধান হয়ে আছে।

এদেশে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন বিগত দিনে অনেক রক্তঝরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এত আত্মত্যাগের লড়াকু আন্দোলন বারে বারেই আপস-সমঝোতার চোরাগলিতে পথ হারিয়েছে। অনৈক্য-বিভেদ ধ্বংস করেছে ঐক্যের চেতনা। আপসকামীতা ও সুবিধাবাদীতার ধারা ক্রমেই প্রাধান্য বিস্তার করেছে। শ্রমিক আন্দোলনে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নেতৃত্বের ধারণা এখনও গড়ে ওঠেনি। ফলে, এখনো শ্রমিক আন্দোলনে চার ধারার ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন বিরাজমান। এর একটি ধারা হলো যারা মনে করেন যারা দাবি দেবেন তাদের সাথে গলাগলি করে তাদের নিকট থেকে আর্থিক সুবিধাসহ নানা ধরনের সুবিধা নেওয়ার মাধ্যমে অগ্রসর হওয়াই ভাল। এদের রাষ্ট্র শাসকদেরও পৃষ্ঠপোষকতা থাকে। শাসকরা যেমন দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুগত পোষ্য বিরোধী দল নিয়ে চলতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন তারই ছায়া অবলম্বনে শ্রমিক আন্দোলনেও শাসকরাই অনুগত ট্রেডইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এই ধারার ট্রেডইউনিয়ন দিয়ে আর যাই হোক কার্যকর শ্রমিক আন্দোলন সম্ভব নয় এই সত্য আজ বোঝার সময় এসেছে। দ্বিতীয় ধারার ট্রেড ইউনিয়ন হল যারা মনে করেন ট্রেড ইউনিয়ন অরাজনৈতিক। তার দৃষ্টিভঙ্গী থাকবে শুধুই শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সুবিধাবলী অর্জন। তারা নিজের চোখে দেখেও বুঝতে চান না যে তোবায় শ্রমিকদের কাজ করা বেতন পাবার মতো মানবিক দাবিও শুধু মালিক দিয়ে নিষ্পত্তি হয় নি, মালিকদের সংস্থা বিজিএমইএ-র তো বটেই, সরকারের পৌণে এক হালি মন্ত্রীর জড়িয়ে পড়া লাগে। তাই রাষ্ট্র রাজনীতির বিবেচনার বাইরে থেকে আজ আর স্বাধীনভাবে শুধু বিশুদ্ধ মালিক আর বিশুদ্ধ শ্রমিক থেকে কোনো সমস্যারই সমাধান সম্ভব নয়। তাই আজ ট্রেড ইউনিয়নকে নিরপেক্ষ করা আর তাকে নিরস্ত্র করা, বন্ধুহীন করা একই কথা যা প্রকারান্তরে মালিকদের মালিকদের এবং শাসকদের হাতকেই শক্তিশালী করবে। এই নিরপেক্ষ ট্রেড ইউনিয়নবাদী ধারাও ক্ষীণ হলেও একটা ধারা হিসাবে আজো ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের সামনে একটা বিভ্রান্তি আকারে রয়ে গেছে।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের তৃতীয় ধারা হল আপসকামীতার ধারা। তারা প্রথম ধারার মতো বিজিএমইএ-র পকেট ট্রেড ইউনিয়ন নয় তা হয়ত ঠিক কিন্তু যতটা মাঠে সংগ্রাম প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি মালিক সরকারের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন তারা অনুভব করেন। এক্ষেত্রে তাদের সততা নিয়ে হয়ত কোনো প্রশ্ন নেই, কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গির অস্বচ্ছতা এবং বিভ্রান্তি কালক্রমে তাদেরকেও সরকারমুখী, মালিকমুখী, বিজিএমইএ-মুখী করে তোলে। কিন্তু আপসের জন্যও আপসের অনুকূল সংগ্রাম গড়ে তোলার পূর্বেই সরকার-বিজিএমইএ-র সাথে আন্দোলনের মূল নেত্রীকে বাদ রেখে নানাবিধ যোগাযোগ আন্দোলনের দুর্বলতাকে প্রকাশ করে – দরকষাকষির সুযোগ কমায়, একথাটি মনে রাখতেই হবে। আমরা সেসব আচরণ যথাযথভাবে করতে পারলে আজ শ্রমিকদের বেতন-বোনাস-ওভারটাইম পাওয়ার আন্দোলনকে শ্রমিকদের পুনর্বাসনের আন্দোলনে রূপান্তরিত করা যেত। দরকষাকষির নামে আন্দোলনকে কখনো নতি স্বীকারের পর্যায়ে নামিয়ে আনা যাবে না। আন্দোলন করতে গিয়ে পরাজয়ও আসতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক আন্দোলনই যেন শ্রমিকদের সংগ্রামী চেতনাকে শাণিত করে পরবর্তী আন্দোলনের বৃহত্তর ক্ষেত্র রচনা করে।

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ৪র্থ ধারা হলো বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরিপূরক ট্রেডইউনিয়ন আন্দোলনের ধারা। এ ধারা ক্রমাগত বিকাশমান একটা ধারা, তারা ট্রেড ইউনিয়নকে রাষ্ট্র এবং সরকারের যোগসূত্র দেখে। ফলে এটা শুধু মালিক শ্রমিকের বিষয় মনে করে না। তারা সর্বত্র রাষ্ট্রের একটা যোগসূত্র দেখতে পায়। রাষ্ট্র শিল্পাঞ্চলে মালিকের স্বার্থে শিল্প পুলিশ গড়ে তোলে তা তারা দেখতে পায়। আজকের ধনিক-মালিক-বড়লোক শ্রেণীর যে কোনো দেশপ্রেম মানবিক গুণাবলী মানবতাবোধ এবং সর্বোপরি সাম্রাজ্যবাদ বা বিদেশী শোষণবিরোধী কোনো ভূমিকা নেই তা দেখতে পায়। রানা প্লাজায় যেসব বিশ্ববিখ্যাত বিদেশী ব্রান্ড কাজ করেছিল তার মধ্যে ওয়াল মার্ট, জে. সি. পোনি, এইচ এন্ড এম ইত্যাদি কোম্পানিগুলো উল্লেখ করার মতো ক্ষতিপূরণ সরকার আদায় করেনি। শ্রমিকদের তৈরি পণ্য বিক্রি করে যারা মুনাফা করে তারা কোনো দায় নেবে না তা কি করে সম্ভব? তাই আজ শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের বিরুদ্ধে মালিক-বিজিএমইএ-সরকার সব কিছুর বিরুদ্ধেই শ্রমিককে সংগ্রাম ধারাবাহিক ও সচেতনভাবে অগ্রসর করে নিতে হবে। এবারের তোবা শ্রমিকদের আন্দোলন দেশের গণতান্ত্রিক শক্তির সমর্থন পেয়েছে। বাম রাজনৈতিক দলসমূহ এ আন্দোলনের সমর্থনে ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করেছে। পাশাপাশি দেশের বিবকবান শিক্ষক-সাংবাদিক-চিকিৎসক-আইনজীবীসহ সমাজের নানা শ্রেণী-পেশার মানুষ ও শ্রমজীবী সাধারণ জনগণ এ আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ফলে গার্মেন্ট শ্রমিকদের উপর মালিকশ্রেণীর দীর্ঘদিনের নির্মম নির্যাতন-নিপীড়নের পটভূমিতে দেশব্যাপী মানুষের সহানুভূতি অর্জন করেছে। এ সমস্ত সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে সকল প্রকার আপসকামী-সুবিধাবাদী ও হঠকারীতা পরিহার করে শ্রমিকদের সঠিক বিপ্লবী ধারার রাজনীতি সচেতন শ্রমিক আন্দোলনকে জোরদার করে তুলতে হবে। কারণ আজকের যুগে এটাই শ্রমিক আন্দোলনের একমাত্র পথ।

ব্যবসার জালে বন্দি ক্রীড়া-সৌন্দর্য্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর) পরিমাণ ৪০০ মিলিয়ন ডলার। বাকি টাকা পুরোটাই চলে গেছে ফিফার তহবিলে। এবারের ব্রাজিল বিশ্বকাপে খরচ হবে ১৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যেখানে গত তিন বিশ্বকাপ আয়োজনে খরচ হয়েছিল মোট ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ব্রাজিল সরকার এই টাকা যোগাতে জনগণের উপর আলাদা কর আরোপ করেছে। বেড়েছে বাসের ভাড়া, জিনিসপত্রের দাম। ব্রাজিলের ফুটবলপ্রিয় জনতা বিশ্বকাপের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে। মনে রাখা দরকার এটা সেই দেশ যেখানে একটা ছোট বাচ্চাও পেলে কিংবা গারিঞ্চা হওয়ার স্বপ্ন দেখে।

এই বিশাল খরচে ব্রাজিল সরকারের সহযোগী ফিফা, জার্মান বহুজাতিক কোম্পানি এডিডাস ও আমেরিকান বহুজাতিক কোম্পানি নাইকি। বলাবাহুল্য এরা বিশাল লাভের সম্ভাবনা না দেখলে এত টাকা বিনিয়োগ করতো না।

শুধু টিকেট বিক্রিই এই বিশ্বকাপের আয় নয়। মাঠের চারপাশে বিজ্ঞাপন, জার্সিতে বিজ্ঞাপন, সম্প্রচার সত্ত্ব বিক্রি এরকম অসংখ্য রাস্তা আছে অর্থ উপার্জনের। এমনকি বিশ্বকাপ চলাকালে কে কি ব্র্যান্ডের ইলেক্ট্রিক্যাল সামগ্রী ব্যবহার করবে তাও ছিল নির্ধারিত। নির্ধারিত ব্র্যান্ডের বাইরে হেডফোন ব্যবহার করায় ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার নেইমারকে জরিমানা করা হয়েছে।

প্রতিটি ম্যাচকে কেন্দ্র করে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের জুয়া হয়েছে। কালো বাজারে টিকেট বিক্রির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। তিনটি দেশের ফুটবল ফেডারেশনের এতে জড়িত থাকার সন্দেহ করা হচ্ছে। ফিফা নিজেও দুর্নীতিগ্রস্ত। ২০১৮ এর বিশ্বকাপ কাতারে অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্তের পেছনে কাতারের তেল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বড় অংকের ঘুষ নেয়ার অভিযোগ এসেছে ফিফার বিরুদ্ধে।

খেলোয়াড়েরাও এখন ব্যবসার কাছে বন্দি। বড় বড় খেলোয়াড়রা বড় বড় ক্লাবের কাছে চুক্তিবদ্ধ। পুরো কর্পোরেট ওয়ার্ল্ড তাদের কেনে-বেচে, মানুষের কাছে আইকন করে তুলে – সবই তাদের ব্যবসা। আজ সারা দুনিয়ায় ব্যবসায় মন্দা। বড় বড় কোম্পানিগুলো ধুঁকছে, কখন বন্ধ হয়। তাই নতুন নতুন ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরি করা তাদের টিকে থাকার সংগ্রাম। যেখানেই মানুষ জড়ো হয় সেখানেই টাকা খাটাও। খেলাকেও তারা তাই ব্যবসার হাতিয়ার করেছে। আর তাই খেলা থেকে সৌন্দর্য্য বিদায় নিচ্ছে। কারণ ব্যবসার মূল লক্ষ্য সৌন্দর্য্য নয়। তার লক্ষ্য লাভ। শিল্পীর লক্ষ্য সৌন্দর্য্য। খেলা যদি ব্যবসার জন্য হয় তাহলে লাভের উদ্দেশ্যেই খেলা হবে। ব্যবসা সৌন্দর্য্যকে বিকশিত হতে দেবেনা। আর তখন যারা এর সাথে যুক্ত হবে প্রত্যেকেই নিজের ব্যক্তিগত লাভের চিন্তাই করবে।

এককালে খেলাধুলা এসেছিল ক্লান্তি থেকে মানুষকে বিরাম দেয়ার জন্য, অবসাদ দূর করার জন্য। এটা সৃষ্টিশীলতা বাড়ায়, দেহ ও মনকে প্রফুল্ল রাখে। নতুন কর্মোদ্দীপনা তৈরি করে। এখনও মানুষ আনন্দের জন্যই খেলা দেখতে চায়। কিন্তু কর্পোরেটদের হাতে পড়ে খেলা হয়ে গেছে 'শো বিসনেস', 'এন্টারটেইনমেন্ট প্যাকেজ'। যে উদ্দেশ্যে খেলাধুলা সৃষ্টি হয়েছিল তাকেই তারা মেরে দিয়েছে।

শুধু ফুটবল নয়, সব খেলারই আজ একই দশা। আমাদের ছোট দেশটাতেও ক্রিকেট নিয়ে যা হয়ে গেল তা ভীষণ লজ্জার। এরপরও কোন খেলা পূর্ণ বিশ্বাসে দেখা যাবে কি? সবকিছুকেই কি আজ সন্দেহ করতে হবে? টাকা পেলে মানুষ কি সব করতে পারে?

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মৃত্যুর দরজায়। সে মরছে, সাথে সাথে মারছে বিবেক, মনুষ্যত্ব; মারছে মননজগতের বিকাশের সকল ক্ষেত্র – সাহিত্য, সংস্কৃতি, নাটক, সিনেমা, গান, এমনকি খেলাকেও।

[ভারতের এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) পার্টির ইংরেজী মুখপত্র 'প্রলেতারিয়ান এরা'র একটি লেখা অবলম্বনে রচিত]

গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যার প্রতিবাদ

রংপুর : বাসদ রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ২২ জুলাই দুপুর ১টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বিক্ষোভ মিছিলসহ নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় শহীদ মিনারে এসে শেষ হয় এবং সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, ওবায়দুল-হ মুসা, আহসানুল হাবীব সাঈদ।

রংপুরে বাসদের বিক্ষোভ

চট্টগ্রাম : ১৪ জুলাই বিকাল ৪.৩০টায় বাসদ চট্টগ্রাম জেলা শাখা এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে নগরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে নিউ মার্কেট মোড়ে সমাবেশে মিলিত হয়। চট্টগ্রাম জেলা সদস্য সচিব অপু দাশ গুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শফিউদ্দিন কবির আবিদ, নিজাম উদ্দীন ও রফিকুল হাসান।

একইদিন বিকাল ৫.৩০টায় গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা চট্টগ্রাম জেলা শাখা নিউ মার্কেট মোড়ে মানববন্ধন আয়োজন করে। মানববন্ধনে বিপ-বী ওয়ার্কার্স পার্টি চট্টগ্রাম জেলার সভাপতি কমরেড রাজা মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদের অপু দাশ গুপ্ত, গণসংহতি আন্দোলনের মো. রাসেল, বিশ্বময় দেব প্রমুখ।

১৯ জুলাই বিকাল ৪.৩০টায় চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে শিশু কিশোর মেলা, বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সূর্যসেন পাঠাগার, ক্ষুদিরাম পাঠাগার, কাজী নজরুল পাঠাগার, পথিকৃৎ পাঠাগার (দেওয়ান বাজার), পথিকৃৎ পাঠাগার (পাঠানটুলি)-এর আয়োজনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। সূর্যসেন পাঠাগারের সভাপতি অচ্যুতানন্দ লিটনের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা ডা. মাহফুজুর রহমান, প্রগতিশীল চিকিৎসক ফোরামের আহ্বায়ক ডা. সুশান্ত বড়ুয়া, চ.বি. পালি বিভাগের অধ্যাপক জিনবোধি ভিক্ষু, বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের চট্টগ্রাম জেলার আহ্বায়ক জাহেদুন্নবী কনক, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র-এর মেজবাহ উদ্দীন, শিশু কিশোর মেলা-র মোহাম্মদ জাহেদ।

সিলেট : ১৪ জুলাই বিকেল ৪টায় জেলা বাসদের উদ্যোগে সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বিক্ষোভ মিছিল নগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে কোর্ট পয়েন্টে গিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশে মিলিত হয়। এড. হুমায়ুন রশীদ সোয়েবের সভাপতিত্বে এবং সুশান্ত সিনহা সুমনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মোখলেছুর রহমান, রেজাউর রহমান রানা।

হবিগঞ্জ : বাসদ হবিগঞ্জ জেলার উদ্যোগে ২০ জুলাই দুপুর ১২টায় স্থানীয় চৌধুরী বাজার খোয়াই মুখে মানববন্ধন সমাবেশ ও আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। জেলা সংগঠক শফিকুল ইসলাম-এর সভাপতিতে এবং এনামুল হকের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট বৃন্দাবন কলেজের নেতা প্রণব দেব, ময়নুল আহমেদ, রেজাউল কবির, শচীন্দ্র কলেজের ফরহাদ আহমেদ রিহাদ, শিশির বৈষ্ণব, তৌহিদুল ইসলাম, রুহেল আহমেদ।

গাইবান্ধা : বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র ও শিশু কিশোর মেলা গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে ১২ আগষ্ট দুপুর ১২টায় ১নং ট্রাফিক মোড়ে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। মানবন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা আমিনুল ইসলাম, ছাত্র ফ্রন্ট নেতা পরমানন্দ দাস, মাহবুব আলম মিলন, নারীমুক্তি কেন্দ্রের সংগঠক শামিম আরা মিনা, শিশু কিশোর মেলার সংগঠক জেসমিন আক্তার প্রমুখ।

১৪ জুলাই দুপুর ১২টায় বাসদ গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল শেষে ১নং রেলগেটে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা আহবায়ক আহসানুল হাবীব সাঈদ, সদস্য সচিব মনজুর আলম মিঠু।

২৬ জুলাই সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট গাইবান্ধা জেলা শাখার উদ্যোগে শহরে ১নং রেলগেটে ফিলিস্তিনির গাজায় ইসরাইলী হামলার প্রতিবাদে এক মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট গাইবান্ধা জেলা শাখার সভাপতি নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী, সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান, শামীম আরা মিনা, পরমানন্দ দাস, মাহবুব আলম মিলন। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাসদ গাইবান্ধা জেলা কমিটির সদস্য আমিনুল ইসলাম। বক্তাগণ অবিলম্বে আমেরিকার মদদপুষ্ট ইসরাইলী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন বন্ধের আহবান জানান।

ইসরায়েলি গণহত্যার বিরুদ্ধে লন্ডনে লক্ষ মানুষের বিক্ষোভে বাসদের প্রবাসী নেতা-কর্মীরা

মীরসরাই : বাসদ মিরসরাই উপজেলা শাখার উদ্যোগে ৫ আগস্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মিরসরাই সদরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিক্ষোভ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। বাসদ মিরসরাই উপজেলা শাখার সংগঠক আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে ও ছাত্র ফ্রন্ট মিরসরাই কলেজ শাখার সভাপতি ইউনুস মিয়া শামীমের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন আজিজুর রহমান নিজামী, আনোয়ার হোসেন, শ্যামল কুমার দে, নাজিম উদ্দিন, মাহবুবুর রহমান পলাশ, রাজিব মজুমদার, মোহাম্মদ ইউসুফ, নাসির উদ্দিন, জাবেদ চৌধুরী প্রমুখ।

সিলেটে বাসদের বিক্ষোভ

রামপাল প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে জাতীয় কমিটির প্রতিক্রিয়া

তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল-হ এবং সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ ১৬ জুন এক বিবৃতিতে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চীন সফর শেষে ঢাকায় ফিরে গত ১৪ জুন অন্যান্য বিষয়ের সাথে সুন্দরবন ধ্বংসী রামপাল কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প বিষয়ে কিছু কথা বলেছেন। এসব কথার মধ্যে বেশ কিছু গুরুতর ভুল তথ্য ও যুক্তি আছে।

প্রথমত: প্রধানমন্ত্রী বলেছেন রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পবিরোধী আন্দোলনকারীরা 'না জেনে এবং সেখানে না গিয়েই আন্দোলন করছে'। তার এই কথার মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নাই। জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে আমরা ২০১০ সাল থেকেই ঐ অঞ্চলে যাচ্ছি। সেই বছর স্থানীয় মানুষেরা বিদ্যুৎকেন্দ্রের হুমকির মুখে 'কৃষি জমি রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। তাঁদের কাছেই আমরা জানতে পারি পরিবেশ সমীক্ষা না করে জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে এবং পুলিশ ও সন্ত্রাসী দিয়ে নির্যাতন করে মানুষদের তাদের জমি ও বসতি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এলাকাবাসীর আমন্ত্রণেই আমরা তখন প্রকৃত পরিস্থিতি অনুসন্ধানের জন্য পশুর নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে যাই। কিন্তু অন্যায়কাজে লিপ্ত লোকজন ভীতসন্ত্রস্থ হয়ে পড়ে। এবং প্রথমে সরকারি দলের সন্ত্রাসী দিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালানো হয়। দ্বিতীয়বার পুলিশী প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে আমাদের তথ্য অনুসন্ধানে বাধা দেয়া হয়। এর আগে পরে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা কয়েকবছর ধরে সুন্দরবনের উপর কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্পের ভয়াবহ ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে গবেষণা করেন। এইসব গবেষণা এবং ভারতসহ বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা, আইন পর্যালোচনা করে আমরা নিশ্চিত হই যে, সুন্দরবনের যে দূরত্বে এ বিদ্যুৎ প্রকল্প করা হচ্ছে তাতে এর ধ্বংস অনিবার্য। কয়েক বছর ধরে একদিকে যুক্তি তথ্য ও গবেষণা এবং অন্য দিকে সুন্দরবন রক্ষায় মানুষের তাগিদের ফলে সারাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের অংশগ্রহণে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা-সুন্দরবন অভিমুখে একটি লংমার্চ অনুষ্ঠিত হয়। যাতে সুন্দরবন সংশিষ্ট অঞ্চলসহ দেশের লক্ষাধিক মানুষ নানাভাবে অংশ নেন। কিন্তু সরকার যাচ্ছে উল্টোপথে। ভারতীয় কোম্পানির পর দেশের বহু দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ওরিয়ন গ্রুপকে আরেকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে সুযোগ দেয়া হচ্ছে। ভূমিদস্যুদের আগ্রাসী তৎপরতা বেড়েছে। আশার কথা এই যে, মুনাফালোভী ভারতের এনটিপিসি ও বাংলাদেশের ওরিয়ন কোম্পানি, চীনাসহ কতিপয় কনসালট্যান্ট, ভূমিদস্যু এবং কমিশনভোগী ছাড়া বাংলাদেশের সকল মানুষ সুন্দরবনধ্বংসী এসব তৎপরতার বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয়ত: প্রধানমন্ত্রী বলেছেন বড়পুকুরিয়ায় তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফলে পরিবেশের কোন ক্ষতি হয়নি রামপালেও হবে না। এই বক্তব্যেও সত্যতা নেই। বড়পুকুরিয়া কয়লাভিত্তিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও সাথের কয়লা খনি আকারে অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও ইতিমধ্যে সংশিষ্ট অঞ্চলে পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিভিন্নমাত্রিক। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে গিয়ে কৃষি ও পানের পানির সংকট দেখা দিয়েছে, এলাকার খালবিলের পানি বিষাক্ত হয়েছে, বায়ু দূষণে এলাকাবাসীর স্বাস্থ্যহুমকি সৃষ্টি হয়েছে এবং আবাদী জমির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ইতিমধ্যে গ্রাম উজাড় হয়েছে এবং সরকার তাদের দাবির মুখে ক্ষতিপূরণে শতাধিক কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। এসব ক্ষয়ক্ষতি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে মানুষকে এলাকা থেকে সরিয়ে আরও ভয়াবহ উন্মুক্ত খনির চক্রান্ত চলছে। জনস্বার্থেই যদি সরকার কাজ করে তাহলে অস্বচ্ছতা, চক্রান্ত, বলপ্রয়োগ কেন?

প্রকৃতপক্ষে ক্ষতির মাত্রার দিক থেকে বড়পুকুরিয়ার সাথে রামপালের কোন তুলনা হয় না। বড়পুকুরিয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় ১৫০ মেগাওয়াট। রামপালে পরিকল্পনা হলো, প্রথমে ১৩২০ মেগাওয়াট ও পরে ক্রমান্বয়ে সব মিলে প্রায় ৩০০০ মেগাওয়াট, ২০ গুণ বেশি। বড়পুকুরিয়ায় নদী দিয়ে কয়লা আনতে হয় না। রামপালে পশুর নদীর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আনতে হবে। সর্বোপরি বড়পুকুরিয়ায় কোন সুন্দরবন নাই কিন্তু রামপালে সুন্দরবনের বিপদজনক সীমার মধ্যেই এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। সুতরাং রামপালে ক্ষতি তুলনায় বহু বহু গুণ বেশি, এবং এসব ক্ষতিপূরণযোগ্য নয়। তারা অন্য নিরাপদ স্থানে স্বচ্ছতার সঙ্গে পরিবেশ সমীক্ষা যথাযথভাবে সম্পন্ন করে জনসম্মতির ভিত্তিতে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণে ও দাবি জানান।

কৃষক ফ্রন্টের কমিটি গঠিত

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট রংপুর সদর উপজেলার খলেয়া ইউনিয়ন শাখার কর্মীসভা গত ১২ জুলাই সকাল ১১ টায় গনজিপুরে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সংগঠক শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন বাসদ রংপুর জেলা সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, পলাশ কান্তি নাগ প্রমুখ। সভায় তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ের আন্দোলন এবং কৃষি-কৃষক-ক্ষেতমজুরদের স্বার্থ রক্ষায় চলমান আন্দোলনকে বেগবান করার লক্ষ্যে মোঃ আওরঙ্গজেবকে আহবায়ক ও কাউসার আলমকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট খলেয়া ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়।

বিদেশী বিশ্ববিদ্যায়ের শাখা ক্যাম্পাস চালুর অনুমোদন দেয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস খোলার নীতিগত অনুমোদন দেয়ার প্রতিবাদে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ২৬ জুন দুপুর ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি মধুর কেন্টিন থেকে বের হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছাত্র নেতা সাইফুজ্জামান সাকন বলেন, 'ইউজিসি বিভিন্ন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস খোলার অনুমোদন দেয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তবে বিদেশী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষার অবাধ বিনিময়ের নামে শিক্ষার অবাধ বাণিজ্যের দ্বার খুলে দেয়া হলো। বিদেশী নামকাওয়াস্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস চালু করার দ্বারা বাস্তবে বিদেশী পুঁজিপতিদের আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষায় বিনিয়োগের পথ খুলে দেয়া হলো।'

তিনি আরো বলেন, 'দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিশ্রেণীর বিনা ঝুঁকির মুনাফা লুটের লোভনীয় বিনিয়োগ ক্ষেত্র হচ্ছে সেবা খাত। তার মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। ফলে সরকারী আয়োজনের প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে ব্যবসার বাজার তৈরি কর – এই হচ্ছে সরকারের নীতি। সে কারণেই GATS চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০০৬ সালে ইউজিসি প্রণয়ন করেছে উচ্চশিক্ষার ২০ বছর মেয়াদী কৌশলপত্র। যার সার কথা হচ্ছে সরকার আর এসব প্রতিষ্ঠানে অর্থ বরাদ্দ করবে না। শিক্ষা মৌলিক মানবিক অধিকার। কিন্তু শিক্ষার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব আজ ক্রমেই অস্বীকার করা হচ্ছে। বিনামূল্যে শিক্ষা শাসকশ্রেণী দেবে না, যতটুকু দেবে সেটাও কিনতে হবে চড়া দামে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অতিরিক্ত ফি আরোপের প্রতিবাদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম বর্ষের ফরম পূরণে অতিরিক্ত ফি আরোপের প্রতিবাদে ১৮ জুন প্রগতিশীল ছাত্রজোট কারমাইকেল কলেজ শাখা ব্যাংক অবরোধ করে। একইভাবে অনার্স চতুর্থ বর্ষের ফরম পূরণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বধিত ফি (৭৩৫) টাকা প্রত্যাহারের দাবিতে ২২ জুন ব্যাংক অবরোধ করে প্রগতিশীল ছাত্র জোট। অবরোধ চলাকালে সমাবেশে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কলেজ সভাপতি আবু রায়হান বকসীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ইউনিয়ন কলেজ সভাপতি এম এম সৌরভ, সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ রায়, ছাত্র ফ্রন্ট কাবিক সাধারণ সম্পাদক হোজায়েফা সাকওয়ান জেলিড, ছাত্র ফ্রন্টের সহ-সভাপতি মোসলেমউদ্দিন।

নেতৃবৃন্দ বলেন প্রথম বর্ষের ফরম পূরণে ৫৫০টাকা বৃদ্ধি করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আর একই মাসে চতুর্থ বর্ষের ফরম পূরণে গত বছরের চেয়ে বৃদ্ধি করেছে ৭৩৫ টাকা। গত বৎসর অনার্স প্রথম বর্ষে ফরম পূরনে ফি ছিলো যথাক্রমে মানবিক ও বাণিজ্য ২৩৭৮ টাকা যা এবার করা হয়েছে ২৭৬২ বিজ্ঞানে ছিলো ২৭০০ টাকা যা এবার বাড়িয়ে ৩১০০ টাকা করা হয়েছে। এবার অযৌক্তিকভাবে পত্র ফি ১৬৫ টাকার জায়গায় ২০০ টাকা, প্রাক প্রস্তুতি মূলক পরীক্ষায় ৭৫ টাকার জায়গায় ২০০ টাকা, কেন্দ্র ফি ৩০০ টাকার জায়গায় ৩৫০ টাকা, ইন কোর্স নতুন করে ১০০ টাকা, ব্যবহারিক ফি প্রতিপত্র ১০০ টাকার জায়গায় ২০০ টাকা করা হয়েছে। চতুর্থ বর্ষে গত বছর কোর্স ফি ১৬৫ টাকা থেকে ২০০ টাকা, কেন্দ্র ফি ৩০০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকা, নম্বরপত্র ও সার্টিফিকেট ফি ৫০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকা, এবং ল্যাব ফি ৭৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১২৫ টাকা করা হয়েছে এবং নতুনভাবে মৌখিক পরীক্ষার ফি ২০০ টাকা, মান উন্নয়ন অন্তর্ভুক্তি ফি ৩০০ টাকা আরোপ করা হয়েছে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বর্ধিত ফি প্রত্যাহারের দাবি জানান।

মহান বিজ্ঞানী মাদাম কুরি স্মরণানুষ্ঠান

৪ জুলাই মহান বিজ্ঞানী মাদাম কুরির ৮০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ছাত্র ফ্রন্ট-এর উদ্যোগে ৭ জুলাই সোমবার শাবিপ্রবি ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী মাদাম কুরি স্মরণানুষ্ঠান পালিত হয়েছে। সকাল ১০টায় ক্যাম্পাসস্থ অর্জুনতলায় মাদাম কুরির অস্থায়ী প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. এলহামুল হাই। বিকেল সাড়ে চারটায় মাদাম কুরির জীবনসংগ্রাম ও কীর্তি স্মরণে শিক্ষা ভবন থডি এর ২০২২ নং কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ডা. ফাতেমা ইয়াছমিন। উক্ত আলোচনা সভায় আরো বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট শাবিপ্রবি শাখার সদস্য মাসুদ করিম সোহাগ এবং বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র সিলেট জেলা শাখার সংগঠক মিজানুর রহমান। মাদাম কুরি স্মরণানুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাসদ সিলেট জেলা শাখার আহবায়ক কমরেড উজ্জ্বল রায়। বক্তাগণ বলেন, 'মাদাম কুরি একজন মহান বিজ্ঞান সাধক, এক মহা হৃদয়ের মানুষ, এক যশস্বী চরিত্র। সারাজীবন যিনি ব্যয় করেছেন বিজ্ঞানের অক্লান্ত সাধনায়। পারিবারিক দুরবস্থা, দারিদ্র্য, সমাজের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি তার বিজ্ঞানসাধনার পথে বারবার দেয়াল তুলে দিয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ধারণ করে সব কিছু উপেক্ষা করে একাই দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে গেছেন। বক্তাগণ আরো বলেন, এই মহান মানুষটি নিজের আবিষ্কারের কোনো প্যাটেন্ট করেননি। ব্যক্তিগত লাভ কিংবা অর্জনকে পায়ে ঠেলে তাঁর আবিষ্কারকে বিশ্বমানবের মঙ্গলের তরে অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের পাশাপাশি চিকিৎসাবিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন অনেকটা পথ। মানুষের প্রতি কুরির ভালোবাসা তার আবিষ্কৃত তেজস্ক্রিয় শক্তির মতোই যা সাধারণ চোখে দেখা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায় তার ফলের মাধ্যমে। মাদাম কুরি স্মরণানুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ছাত্র ফ্রন্ট শাবিপ্রবি শাখার আহবায়ক অনীক ধর এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক অপু দাস।

ছাত্র ফ্রন্টের নবীন বরণ ও সম্মেলন

কারমাইকেল কলেজ : সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কারমাইকেল কলেজ শাখার উদ্যোগে শিক্ষাবর্ষ ২০১৩-১৪ শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ ও কলেজ কমিটির ৩য় সম্মেলন গত ১২ জুন সকাল ১১টায় কলেজ শহীদ মিনার চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। নবীন বরণের আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বাসদ রংপুর জেলার সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন, রংপুর জেলার সভাপতি আহসানুল আরেফিন তিতু। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ছাত্র ফ্রন্ট কারমাইকেল কলেজ শাখার সভাপতি রেদওয়ানুল ইসলাম বিপুল। সভা পরিচালনা করেন কলেজ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবু রায়হান বকসী। আলোচনা সভার পূর্বে নবীনদের অংশগ্রহণে ক্যাম্পাসে এক বর্নাঢ্য র‍্যালী বের করা করা হয়। নবীনবরণে নবীন শিক্ষার্থী ও চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, পদাতিকের অংশগ্রহণে গান, কবিতা, নৃত্য ও মুনির চৌধুরী রচিত 'কবর' নাটক মঞ্চায়িত হয়। সম্মেলনে আবু রায়হান বকসীকে সভাপতি, আবু সাঈদ মোঃ তৌহিদুল ইসলামকে সহ-সভাপতি, হোজায়ফা সাকওয়ান জেলিডকে সাধারণ সম্পাদক, ইমরান সরকারকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট দশম কমিটির পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

গাইবান্ধা কলেজ : ছাত্র ফ্রন্ট গাইবান্ধা সরকারি কলেজ শাখার ১১তম সম্মেলন ও ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের নবীন বরণ ১১জুন কলেজের ১৬নং কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ শাখার সাবেক সভাপতি শামিম আরা মিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলন উদ্বোধন ঘোষণা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ছাত্রনেতা কল্যাণ দত্ত, জেলা বাসদের সদস্য আমিনুল ইসলাম, জেলা সভাপতি নিলুফার ইসয়াসমিন শিল্পী, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মাহ-বুব আলম মিলন প্রমুখ। নবীণ শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ফেরদেউস মিয়া ও মোস্তাফিজুর রহমান। বক্তব্য শেষে ছাত্র ফ্রন্ট গাইবান্ধা সরকারি কলেজ শাখার ১৬ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে পরমানন্দ দাসকে সভাপতি, জেসমিন আক্তারকে সহ-সভাপতি, জাহেদাকে সাধারণ সম্পাদক, মাহবুব আলম মিলনকে সাংগঠনিক সম্পাদকসহ ১৬ জনকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। বক্তাগণ গাইবান্ধা সরকারি কলেজের নানাবিধ সংকট নিরসনের আন্দোলনকে বেগবান করার আহ্বান জানান।

ছাত্র ফ্রন্টের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত

বৃন্দাবন কলেজ : হবিগঞ্জ সরকারি বৃন্দাবন কলেজে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে ... দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে কলেজের শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে অনার্স ১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের চা চক্র ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ফ্রন্ট কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক এনামুল হকের সভাপতিত্বে এবং উত্তম দেবের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সদস্য ও হবিগঞ্জ জেলার সংগঠক শফিকুল ইসলাম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আহবায়ক অনীক ধর। অনার্স ১ম বর্ষের ছাত্রদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্র সহিদুল ইসলাম, গণিত বিভাগের কামরুল হাসান, গোলাম কিবরিয়া, ইংরেজী বিভাগের তানভীর আহমেদ প্রমুখ। সভায় বক্তাগণ বলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলোতে সেশনজট, ক্লাসরুম সংকট ও শিক্ষক সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে। এর মধ্যে স্বতন্ত্র পরীক্ষার হল না থাকায় টেষ্ট পরীক্ষা ইনকোর্স পরীক্ষা, ফাইনাল পরীক্ষার কারণে বছরের অধিকাংশ সময় বন্ধ থাকে। তাই উপরোক্ত সংকটগুলো নিরসন করে বৃন্দাবন কলেজে সকল বিষয়ে মাস্টার্স ও প্রিলিমি-নারি চালু করার দাবি জানান।

মদনমোহন কলেজ : সম্মান ১ম বর্ষের নবাগত ছাত্রদের নিয়ে ছাত্র ফ্রন্ট মদন মোহন কলেজ শাখার উদ্যোগে ২২ জুন ক্যাম্পাসে চা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ শাখার আহ্বায়ক লিপন আহমেদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক রুবেল মিয়ার পরিচালনায় চা-চক্র অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নাঈমা খালেদ মনিকা, সিলেট নগর শাখার সভাপতি রেজাউর রহমান রানা। বক্তারা অবিলম্বে মদন মোহন কলেজেকে সরকারিকরণ করা, সম্মানে বিজ্ঞান বিভাগ চালু, ছাত্র বেতন-ফি কমানো এবং ক্যাম্পাসে শহীদদের স্মৃতিফলক নির্মাণের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

এসএসসি উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা

হবিগঞ্জ : বিজ্ঞানমনস্কতা, সৃজনশীলতা ও সাম্যবোধের চেতনায় জেগে উঠার আহ্বান নিয়ে শিশু কিশোর মেলা হবিগঞ্জ জেলার উদ্যোগে ২০ জুন বিকাল ৪টায় স্থানীয় আর.ডি. হলে এসএসসি-২০১৪ উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। শিশু কিশোর মেলা হবিগঞ্জ জেলার সংগঠক শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং তমাল দেবনাথ-এর পরিচালনায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক অজিত কুমার পাল, বিশিষ্ট লেখক ও উপস্থাপক প্রমথ সরকার, মেলা সিলেট জেলার সংগঠক লিপন আহমেদ, এসএসসি উত্তীর্ণ সৈকত চৌধুরী, শাফি আহমেদ প্রমুখ। সভায় আলোচকবৃন্দ বলেন শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শুধু সার্টিফিকেট অর্জন নয়, মানুষ হিসেবে গড়ে উঠাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। আজকের শিক্ষার্থীরা উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষা-সংস্কৃতি-নৈতিকতা-মনুষ্যত্ব-মূল্যবোধ অর্জন করে সমাজের প্রয়োজনে কাজ করা উচিত। আলোচনা সভা শেষে সংগীত পরিবেশন করেন শিশু কিশোর মেলার সংগঠক প্রত্যয় রায় সরকার ও প্রদীপ্ত রায় সরকার।

চাঁদপুর : শিশু কিশোর মেলা চাঁদপুর জেলা শাখার উদ্যোগে এস.এস.সি পরীক্ষার উত্তীর্ণদের এক সংবর্ধনা সভা ১লা জুন বেলা ১১টায় গণি মডেল হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়েছে । প্রথমে উত্তীর্ণদের ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়। পরে আলোচনা, গান, নাচ-কৌতুক পরিবেশিত হয়। উত্তীর্ণদের মধ্যে থেকে গান পরিবেশন করে ওমর ফারুক রাফি, হ্যাপি, নাচ পরিবেশন করে আসমা আক্তার ও কবিতা, কৌতুক অভিনয় করে প্রণব ঘোষ, বক্তব্য রাখে শশী সূত্রধর এবং মনির হোসেন। শিশু কিশোর মেলার সংগঠক মাইনুল হাসানের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছাত্র নেতা বিধুভূষন নাথ পলাশ, সদস্য ছাত্র নেতা মাসুদ রেজা, চাঁদপুর সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি ছাত্র নেতা রহিমা আক্তার কলি। উক্ত সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন শিশু কিশোর মেলার উপদেষ্টা আজিজুর রহমান আজিজ, পলাশ দাস, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ বাবু। বক্তারা উত্তীর্ণ সকল শিক্ষার্থীর মানসম্পন্ন শিক্ষার আয়োজন নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান । এছাড়াও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে মানবিকতা, মূল্যবোধ এবং মনুষ্যত্বের ঝান্ডা উর্ধ্বে তুলে ধরার প্রত্যয় ব্যক্ত করে সকলকে সংগ্রামে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

শিশু কিশোর মেলার পাঠক ফোরাম সম্মিলন অনুষ্ঠিত

শিশু কিশোর মেলা চট্টগ্রাম জেলা শাখা এক পাঠক ফোরাম সম্মিলনের আয়োজন করে ১৭ জুলাই সকাল ১১টায় নগরীর স্টুডিও থিয়েটার হলে। সম্মিলনে মেলা সংগঠক মাহফুজা খাতুন মলির সভাপতিত্বে আলোচনা করেন বিশিষ্ট আবৃত্তিকার রঞ্জিত রক্ষিত, শিশু কিশোর মেলার কেন্দ্রীয় সম্পাদক সত্যজিত বিশ্বাস প্রমুখ। আলোচকবৃন্দ বলেন, আমাদের সমাজে আজ ছেলেমেয়েদের সত্যিকারের মানুষ রুপে গড়ে উঠার আয়োজন নেই। একদিকে ভোগবিলাস ও পণ্যসর্বস্বতা, অন্যদিকে চলছে চরিত্র হননের নানামুখী আয়োজন। ছেলেমেয়েদের সামনে বড় মানুষের চরিত্র অনুপস্থিত। ফলে একধরণের আত্মসর্বস্বতা গড়ে উঠছে। শিশু কিশোর মেলার সংগঠকদের এর বিরুদ্ধে নিজেদের চরিত্র নিয়ে দাঁড়াতে হবে। সম্মিলনে মেলার সদস্যদের অংশগ্রহণে বৃটিশ বিরোধী বিপ-বী ক্ষুদিরাম ও প্রীতিলতার জীবনী পাঠ, আবৃত্তি, গান এবং রবীন্দ্রনাথের নাটক 'চিন্তাশীল' পরিবেশিত হয়।

শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের সমাবেশ

ঈদের আগে বেতন ও মজুরির সমপরিমাণ বোনাস পরিশোধ, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিকদের জন্য রেশন চালু, গার্মেন্টসে ৮০০০ টাকা মজুরি ও অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসহ বিভিন্ন দাবিতে বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন ঢাকা মহানগর শাখার উদ্যোগে ১৮ জুলাই শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে শ্রমিক সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহানগর সংগঠক ফখরুদ্দিন কবির আতিকের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি জহিরুল ইসলাম, কল্যাণ দত্ত, চন্দন দাশ, রাজীব চক্রবর্তীসহ মহানগর নেতৃবৃন্দ। সমাবেশের পর পল্টন এলাকায় একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন – শ্রমজীবী মানুষরা উৎপাদন করে দেশকে সচল রেখেছে, সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে মূল ভূমিকা রাখছে। অথচ শ্রমিকরা মানুষের মত বাঁচতে পারছে না, মালিকদের সম্পদ কিন্তু ঠিকই বাড়ছে। যে দলই ক্ষমতায় থাকুক, সরকার ও রাষ্ট্র মালিকের স্বার্থই দেখে। ফলে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ে তাদেরই লড়তে হবে।

বিশ্বকাপ ফুটবল
ব্যবসার জালে বন্দি ক্রীড়া-সৌন্দর্য্য

● সাম্যবাদ প্রতিবেদন ●

ফুটবলটা আগে ছিল শিল্পের, সৌন্দর্যের। এক পা থেকে আরেক পা, কখনও পেছনে, কখনও সামনে – প্রতিপক্ষকে কাটিয়ে, ড্রিবলিং করে, বোকা বানিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছেন খেলোয়াড়েরা। কিংবা ম্যারাডোনা বল নিয়ে যাচ্ছেন; একজন, দুজন, তিনজন পরাস্ত। চতুর্থজন পরিষ্কার মাঠেই খেলেন আছাড়, ড্রিবলিং ট্যাকল করতে গিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে। এ এক অপূর্ব দৃশ্য। স্নায়ু যেন মুহূর্তের জন্য স্থির হতে চায়না। কি ঘটতে যাচ্ছে এর পর মুহূর্তে? কি হবে শেষ পর্যন্ত?

শেষে কি হতো তখন? দল জিতুক আর হারুক, তৃপ্তি নিয়ে মাঠ থেকে বের হতেন দর্শকেরা। ড্রিবলিং, ট্যাকল, পাস – এই সবের যে দক্ষতা, যে ছন্দ, যে পরিপাট্য, যে ক্ষিপ্রতা তা বহু সময় পর্যন্ত মনে গেঁথে থাকত। মাথা থেকে সরতে চাইতো না। যেন এক গানের আসর থেকে উঠে এলেন – সুরের, ভাবের তন্ময়তা এখনও কাটেনি।

এখন ফুটবলটা কেমন? কিংবদন্তি ফুটবলার ম্যারাডোনা বলেছেন, "ফিফা আসলে বলটা গিলে খাচ্ছে।" তিনি একথা বলেছেন এবারের ব্রাজিল বিশ্বকাপের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখিয়ে। দক্ষিণ আমেরিকার টেলিভিশন চ্যানেল টেলেসারের কাছে দেয়া সাক্ষাৎকারে ম্যারাডোনা বলেছেন, "ফিফা সম্পূর্ণরূপেই একটি নৈতিকতা বিরোধী প্রতিষ্ঠান। এবারের বিশ্বকাপ থেকে তারা আয় করবে ৩০০ কোটি ইউরো, আর তারা চ্যাম্পিয়ন দলকে দেবে ২ কোটি ৬০ লাখ ইউরো। অর্থের এই বিশাল ব্যবধানটা কারোরই বিশ্বাস হওয়ার কথা নয়। আর ফিফা এই অর্থগুলো নিচ্ছে কোনকিছু না করেই।" বলে রাখা ভাল, এই খেলোয়াড় তার খেলোয়াড়ি জীবনে ফিফার এ ধরনের অপকর্মের বিরুদ্ধে লড়েছেন। খেলোয়াড়দের অ্যাসোসিয়েশনও তৈরি করেছিলেন।

ব্রাজিল বিশ্বকাপে ফিফা আয় করেছে ৪ হাজার ৫০০ মিলিয়ন ডলার। অংশগ্রহণকারী সবগুলো দেশের মোট প্রাইজমানির *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

অগণতান্ত্রিক সম্প্রচার নীতিমালার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশে বাম মোর্চার নেতৃবৃন্দ
সরকার ফ্যাসিবাদী কায়দায় ভিন্নমত দলন করে ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করতে চায়

গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার নেতৃবৃন্দ সরকারের সম্প্রচার নীতিমালা নিয়ে গভীর ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, সরকার মূলত গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার হীন উদ্দেশ্যেই এধরণের নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। অগণতান্ত্রিক ও নিবর্তনমূলক সম্প্রচার নীতিমালা বাতিলের দাবিতে বাম মোর্চার উদ্যোগে ১৮ আগস্ট বিকালে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃবৃন্দ এ কথা বলেন। সাইফুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ জোনায়েদ সাকী, অধ্যাপক আবদুস সাত্তার, মানস নন্দী, শহিদুল আলম সবুজ, মহিনউদ্দিন লিটন প্রমুখ। সমাবেশের পর বিক্ষোভ মিছিল পল্টন এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সাংবিধানিক অধিকার। এই অধিকার ক্ষুণ্ন করার ক্ষমতা কোনো নির্বাচিত সরকারেরও নেই। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ভোটার-প্রার্থী ও ভোটবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতায় বসে সেই ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য তারা যেসব নানামুখী অপতৎপরতায় লিপ্ত আছে, সম্প্রচার নীতিমালা তারই একটি প্রতিফলন। দেশের গণমাধ্যমগুলো ধনিকশ্রেণীর মালিকানাধীন হওয়া সত্ত্বেও যতটুকু তথ্য ও খবর জনসমক্ষে প্রকাশ করছে তাতেই সরকারের আসল চেহারা জনগণের সামনে উন্মোচিত হয়ে পড়েছে। নৈতিক ভিত্তিহীন এবং বিরোধী দল-বিহীন বর্তমান সরকার তার সামনে বিন্দুমাত্র কোনো বাধা রাখতে রাজি নয়। এই লক্ষ্যে সরকার বিচারবিভাগ ও গণমাধ্যমকেও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যত হয়েছে। নেতৃবৃন্দ এই অগণতান্ত্রিক নিবর্তনমূলক সম্প্রচার নীতিকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার জন্য গণতন্ত্রমনা মানুষকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত

বাংলাদেমের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির কেন্দ্রিয় রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির গত ৭-১০ আগস্ট ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশের সেমিনার হলে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী।

৪ দিনে ৭টি সেশনে বিভক্ত শিক্ষাশিবিরের বিষয় ছিল – দল গঠনের প্রশ্নে শিবদাস ঘোষের চিন্তা লেনিনীয় দল গঠনেরই বিকশিত ও সমৃদ্ধ ধারণা, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন ও আধুনিক সংশোধনবাদ এবং মার্কসীয় দর্শন ও জ্ঞানতত্ত্ব প্রসঙ্গে। *(চতুর্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

শিক্ষাশিবিরে উপস্থিত দলের নেতাকর্মীদের একাংশ

গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যার প্রতিবাদ

ঢাকা : গাজায় প্যালেস্টাইনী জনগণের উপর মার্কিন মদদপুষ্ট ইসরাইলী বাহিনীর হামলা ও গণহত্যার প্রতিবাদে বাসদ-এর উদ্যোগে ১২ জুলাই বিকেল ৪টায় দলীয় কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিলসহ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য ও গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার সমন্বয়ক কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ নেতা কমরেড মানস নন্দী, ফখরুদ্দিন কবির আতিক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সমাবেশের পর বিক্ষোভ মিছিল পল্টন, জিরো পয়েন্ট, গুলিস্তান বায়তুল মোকাররম প্রভৃতি এলাকা প্রদক্ষিণ করে। সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, একটা বানোয়াট ও মিথ্যা অভিযোগ তুলে ইজরায়েল গাজা উপত্যকায় 'অপারেশন প্রটেক্টিভ এজ' নামের হামলা চালিয়েছে। বাস্তবে কিছু দিন পর পরই নানা ছুতা তুলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট ইসরায়েল প্যালেস্টাইনের উপর হামলা চালায়। অথচ স্বাধীন প্যালেস্টাইনের স্বীকৃতি এবং প্যালেস্টাইনিদের সার্বভৌমত্ব, তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানে জাতিসংঘ, আরব লীগ এবং বিশ্ব সম্প্রদায় তেমন কোনো কার্যকর উদ্যোগ নিচ্ছে না। এর পেছনের কারণ হল ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ মদদ ও সহযোগিতা। সমাবেশ থেকে গাজার ওপর ইসরাইলি হামলা বন্ধে অবিলম্বে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য জাতিসংঘ-সহ বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এবং ইসরায়েলি বর্বরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য বাংলাদেশসহ বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, যুদ্ধবিরোধী, গণতন্ত্রকামী শান্তিকামী মানুষের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। *(ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

গাজায় গণহত্যা বন্ধের দাবিতে ৮ আগস্ট ঢাকায় বাসদের বিক্ষোভ

জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা গণমাধ্যমকে শৃঙ্খলিত করার ফ্যাসিস্ট মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ – *মুবিনুল হায়দার চৌধুরী*

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ১১ আগস্ট এক বিবৃতিতে মহাজোট সরকারের 'জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪'-কে সরকারের ফ্যাসিস্ট মনোভাবের প্রকাশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, অগণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা দখলের পর একই পন্থায় মুষ্টিমেয় কর্পোরেট সংস্থাগুলোর স্বার্থে রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক নিপীড়ন আড়াল করার লক্ষ্যে সমস্ত প্রচারমাধ্যমকে শৃঙ্খলিত করার জন্য জাতীয় সম্প্রচার নীতি-২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, একদিকে সরকার জনগণের মৌলিক সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ, অন্যদিকে দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি-দলীয়করণ-সন্ত্রাসে জনজীবন ওষ্ঠাগত। গুম-খুন-বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ নানা ফ্যাসিবাদী কর্মকাণ্ডে আইনের শাসন পদদলিত। শাসকদের এই অপশাসন ও দুঃশাসনের সংবাদ যাতে বৃহত্তর জনগণের কাছে পৌঁছাতে না পারে, অপরাধীরা যাতে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে বিনা বাধায় পার পেতে পারে, যাতে জনগণকে বিভ্রান্ত করা ও বিচ্ছিন্ন রাখা যায় – সে লক্ষ্যেই গণমাধ্যমের ওপর সমস্ত দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা শাসকশ্রেণী করছে। এই নীতিমালা প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হল সরকার এবং শাসকশ্রেণী বিরোধী যে-কোনো আন্দোলন এবং জনগণের সংগ্রাম যাতে প্রচারিত না হতে পারে সে ব্যবস্থা করা।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, গণমাধ্যমগুলোর মালিক বড় ব্যবসায়ী-শিল্পপতি গোষ্ঠী, যারা শাসকশ্রেণীরই অংশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংবাদকর্মীদের ভূমিকার ফলে এবং শাসকগোষ্ঠীর অভ্যন্তরীণ বিরোধের জের ধরে বহু সংবাদ জনগণের সামনে চলে আসছে। এখন সেটাকেও নিয়ন্ত্রিত করার পথ বের করতে চাইছে।

তিনি দেশের সকল গণতান্ত্রিক চেতনায় বিশ্বাসী মানুষ, রাজনৈতিক দল ও শক্তি এবং সংবাদকর্মীদের সরকারের এ অগণতান্ত্রিক ফ্যাসিস্ট নীতিমালার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

২২ সেপ্টেম্বরের 'শিক্ষা কনভেনশন' সফল করুন
উচ্চশিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ প্রসঙ্গে সেমিনার

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ১৫ জুলাই ২০১৪ সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচার থিয়েটারে (উচ্চতর মানব-বিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ৪র্থ তলা) 'উচ্চশিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ-বেসরকারিকরণ-সংকোচন : রাষ্ট্রের দায়' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে আলোচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহকারি অধ্যাপক ড. সামিনা লুৎফা নিত্রা, ড্যাফোডিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক সৈয়দ মারুফ রেজা বায়রন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রি চক্রবর্ত্তী রিন্টু।

সামিনা লুৎফা নিত্রা বলেন, আজ শিক্ষা বিশ্ব পুঁজি বাজারের অন্যতম পণ্যে পরিণত হয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকার মতো দেশগুলোতেও উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্র নিচ্ছে না। *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩, ০১৭১১-৮৯৫৮৪৫, ই-মেইল : spb@sammobad.org, ওয়েবসাইট : www.sammobad.org